সন্তান-প্রতিপালন

প্রণয়নে:-
শায়খ মুহাম্মাদ বিন জামীল যাইনু
ভাষান্তরে:-
মুহাঃ হাবীবুর রহমান ফাইযী

تأليف : الشيخ محمد بن جميل زين
ترجمة : محمد حبيب الرحمن الفي

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة المجمع
شارع الملك فيصل ـ هاتف ٤٣٢٣٩٤٩ / ٠٦ فاكس ٤٣١١٩٩٦ / ٠٦ ص . ب ١٠٢ الرمز البريدي ٥٢

প্রণয়নেঃ-

শায়খ মুহাম্মদ বিন জামীল যাইনু

অনুবাদেঃ-

মুহাম্মদ হবীবুর রহমান আল-ফাইযী

প্রকাশনায়ঃ-

দাওয়াত কার্যালয়, আলমাজমাআহ

পোঃ বক্সঃ নং ১০২, ফোন ও ফ্যাক্সঃ নং ০৬৪৩২৩৯৪৯

ح المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في الجمعة، ١٤٢٠هـ

فهرسة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

زينو ، محمد بن جميل

كيف نربي أولادنا؟ . ــ الجمعة .

٠٠٠ ص ؛ ٠٠٠ سم

ردمك ٦-٩-٩١٩١-٩٩٦٠

(النص باللغة البنغالية)

١- التربية الإسلامية أ- العنوان

ديوي ٣٧٧,١ ٢٠/٢٢٩٤

رقم الإيداع : ١٩/٠٢٦٩

ردمك : ٦-٩-٩١٩١-٩٩٦٠

الطبعة الأولى

١٤٢٣هـ

إعداد وترجمة وصف

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في المجمعة

المجمعة ١١٩٥٢، ص.ب: ١٠٢، ت/٤٣٢٣٩٤٩ ٠٦، ف/٤٣١١٩٩٦ ٠٦

مطابع الحميضي ت ٤٥٨١٠٠٠ - ٤٢٥٠٦٢٥ الرياض
AL HOMAIDHI PRINTING PRESS Tel. 4581000 - 4250625 Riyadh

هذا الكتاب

اسم الكتاب: كيف نربي أولادنا؟ اللغة: البنغالية

المؤلف: محمد بن جميل زينو

المترجم: محمد حبيب الرحمن الفيضي

المراجع: لجنة الدعوة والتعليم بالمدينة المنورة

محتويات الكتاب

প্রিয় পাঠক!

আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তিকাবলী পড়ার জন্য আপনাকে সাদর আহবান জানাই। উক্ত পুস্তিকাবলী নিম্নরূপ ঃ-

১- পথের সম্বল
২- ফির্কাহ নাজিয়াহ
৩- জিভের আপদ
৪- ব্যাংকের সূদ হালাল কি?
৫- জানাযা দর্পণ
৬- বিদআত দর্পণ
৭- ফাযায়েলে আ'মাল
৮- রাযায়েলে আ'মাল
৯- আদর্শ বিবাহ ও দাম্পত্য
১০- সহীহ দুআ ও যিক্র
১১- সন্তান প্রতিপালন

উপর্যুক্ত পুস্তিকাবলী পেতে আমাদের ঠিকানায় চিঠি লিখুন। আমরা সাধ্যমত আপনার ঠিকানায় পাঠাবার চেষ্টা করব।

আমাদের ইলমী বিষয়ে - পুস্তিকা অথবা ক্যাসেটে - কোন প্রকার ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে অথবা কোন বিষয়-বস্তু অসম্পন্ন থাকলে অথবা তাতে আপনার কোন বিশেষ প্রস্তাবনা থাকলে অথবা আপনার নিকট দাওয়াত পেশ করার কোন মুবারক প্রণালী-পদ্ধতি বা সুকৌশল থাকলে আমাদের নিকট সত্বর লিখুন এবং সাগ্রহে আমাদের সাথে সওয়াবে শরীক হন। আর জেনে রাখুন, মঙ্গলের সন্ধানদাতা মঙ্গলকর্তার মতই।

আহবায়ক ঃ-
আপনার ভ্রাতৃমন্ডলী
দাওয়াত অফিস, আল-মাজমাআহ

"তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের সন্তানদের মাঝে সুবিচার কর।" *(আল হাদীস)*

১- প্রত্যেক সেই মাতা-পিতার প্রতি যাঁরা তাঁদের সন্তানদের কল্যাণ কামনা করেন।

২- প্রত্যেক সেই শিক্ষক ও শিক্ষিকার প্রতি যাঁরা তাঁদের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আদর্শ।

৩- প্রত্যেক সেই ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি যারা নিজেদের সাফল্য চায়।

৪- সমস্ত পিতা ও সন্তানদের জন্য আমি এই পুস্তিকা-খানি নিবেদন করে আল্লাহর নিকট এই প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন এর দ্বারা পাঠকবৃন্দকে উপকৃত করেন এবং এটাকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য বিশুদ্ধ করে নেন।

- মুহাম্মদ বিন জামীল যাইনু

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

অনুবাদকের কথা

আল্লাহ তাআলার শতকোটি প্রশংসা যিনি বিশ্ব জাহানের একমাত্র প্রভু। যিনি সকল জীবের সৃষ্টিকর্তা ও মালিক। তিনি তাঁর অনুগ্রহে আমাদেরকে কুসংস্কার হতে মুক্ত করার জন্য বিশ্বগুরু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি বিশ্ববাসীকে সঠিক, সরল ও মুক্তির পথ দেখিয়ে গেলেন। অসংখ্য শান্তির ধারা বিবর্ষিত হোক প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু অআলাইহি অসাল্লাম ও তাঁর বংশধর এবং সাহাবাবৃন্দের উপর।

সন্তান-সন্ততি লালন-পালন বিষয়টা হল খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমানে সন্তান-সন্ততিদেরকে সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ না দেওয়ার কারণে মুসলিম সমাজ দিনের পর দিন অধঃপতনের অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছে। যার কারণে সন্তানরা মাতা-পিতা ও গুরুজনদের অবাধ্য হচ্ছে, তাঁদেরকে সম্মান প্রদর্শন করে না। বড়দের কদর করে না। অধিকাংশ বাড়িতে বেনামাযী, পর্দাহীনতা, ব্যভিচার ব্যাপক আকারে বেড়ে চলেছে। আর তা হচ্ছে কেবলমাত্র তাদেরকে সঠিকভাবে তরবিয়ত না দেওয়ার ফলেই। এহেন অবস্থায় আমাদেরকে সচেতন হতে হয়েছে।

বাংলা ভাষায় তরবিয়ত সম্বন্ধীয় বই-পুস্তক অতি স্বল্প। অত্র আরবী পুস্তিকাখানির বাংলা অনুবাদ হলে বাংলাভাষী মুসলমান উপকৃত হবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই প্রত্যাশা নিয়ে আমি বইটির বাংলা অনুবাদ করতে আগ্রহী হয়েছি। এর দ্বারা একজন ভাইও হেদায়ত প্রাপ্ত হলে জানব যে, আমার অনুবাদ করা সার্থক হয়েছে। আল্লাহ যেন আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য খালেস করে নেন। আর তিনি কিয়ামতের দিন এর বদলাটুকু নেকীর পাল্লায় রাখেন। আমীন।

মুহাঃ হবীবুর রহমান ফাইযী

দুটি কথা

'শিশুর পিতা ঘুমিয়ে আছে সব শিশুদের অন্তরে।'
আজকের শিশু কালকের পিতা, ভবিষ্যতের নাগরিক ও জাতি। উন্নয়নের কত আশা সন্নিবিষ্ট রয়েছে এই কচি-কাঁচা শিশুদের মাঝে। তাই আজ যদি একটি শিশু সঠিক তরবিয়ত পায় তাহলে প্রকৃতপক্ষে আগামী কালের একটি পিতা, একটি জাতি; বরং একটি দেশ ও পৃথিবী সঠিক তরবিয়ত পায়। তাইতো শিশুর তরবিয়তের বিরাট কর্তব্য ও দায়িত্বভার অর্পিত হয়েছে তার পিতামাতার উপর।

বহু পিতা আছেন যাঁরা পিতাগিরির অধিকার ফলিয়ে থাকেন; কিন্তু পিতার যে মহান দায়িত্ব তা বহন করতে সচেষ্ট ও যত্নবান নন। পুত্রের নিকট হতে পূর্ণমাত্রায় স্বীয় অধিকার মেপে নিতে চান অথচ পুত্রের প্রাপ্য অধিকার সম্বন্ধে উদাসীন থাকেন। এমন পিতৃবর্গ যে আদর্শ পিতার দলভুক্ত নন তা বলাই বাহুল্য।

কচি-কাঁচা শিশু উৎকৃষ্ট এক ডাব কাঁচা কাদার মত; যাকে কুম্ভকার ইচ্ছা করলে মদের হাঁড়ি বানাতে পারে, আবার পানপাত্র কলসীও। পরন্তু সেই কাদা একটা কিছু রূপ নিয়ে পোক্তা হয়ে গেলে তাকে ভেঙ্গে আর অন্য কিছু গড়া সম্ভবপর অথবা সহজসাধ্য নয়। শিশু ইসলামের প্রকৃতি নিয়ে দুনিয়ায় আসে। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে নিজেদের ছাঁচে ঢেলে তৈরী করে মুসলিম অথবা বেদীন। সত্যিই তো 'তেমনি রুটি যেমনি আটা, যেমনি বাপ তেমনি ব্যাটা।' আর 'দুধ গুণে ঘি, মা গুণে ঝি।'

পিতামাতার বাধ্য হওয়া সন্তানের জন্য আবশ্যক। অনুরূপ সন্তানকে মানুষরূপে গড়ে তোলা মাতাপিতার জন্য আবশ্যক। উভয় পক্ষের অধিকার সমপরিমাণের। যে শরীয়ত সন্তানের নিকট পিতামাতার মর্যাদা ও গুরুত্ব অভিব্যক্ত করেছে সেই শরীয়তই পিতামাতার উপর আরোপ করেছে সন্তান তরবিয়তের দায়িত্ব। পিতামাতা ও ছেলে-মেয়ের সংসার শরবতের মত মধুর। কিন্তু সেই শরবতের জন্য যেমন চিনি চাই তেমনি পানিও।

একটা বাদ গেলে শরবত 'শরবত' থাকে না। অনুরূপ স্নেহ ও তরবিয়ত এবং শ্রদ্ধা ও বাধ্যতা উভয় না হলে সংসার শান্তির হয় না।

কথিত আছে যে, একদা এক পিতা তাঁর অবাধ্য সন্তানের অভিযোগ নিয়ে হযরত উমার রাঃ এর নিকট উপস্থিত হলেন। তাঁর ছেলেকে হাজীর করার পর পিতার অবাধ্যতার বিষয়ে সতর্ক করলেন খলীফা। ছেলেটি বলল, 'হে আমীরুল মুমিনীন! বাপের উপর ছেলের কি কোন অধিকার নেই?' তিনি বললেন, 'অবশ্যই।' বলল, 'তা কি কি?' খলীফা বললেন, 'পিতা তার উপযুক্ত মা নির্বাচন (বিবাহ)করবে, তাকে সুন্দর আদব- চরিত্র শিক্ষা দেবে, তার ভাল নাম রাখবে এবং তাকে কুরআন শিক্ষা দেবে।' ছেলেটি বলল, 'কিন্তু হে আমীরুল মুমিনীন! উল্লেখিত অধিকারসমূহের একটিও পালন করেন নি আমার পিতা। আমার মা হল একজন নিগ্রো; যে এক অগ্নিপূজকের মালিকানায় ছিল, পিতা আমার নাম রেখেছেন জুআল (গুবরে পোকা) আর কুরআনের একটি হরফও আমাকে শিখাননি।'

একথা শুনে আমীরুল মুমিনীন পিতাকে সম্বোধন করে বললেন, 'তুমি তোমার ছেলের অবাধ্যতার অভিযোগ নিয়ে আমার নিকট উপস্থিত হয়েছ অথচ সে তোমার অবাধ্যতা করার পূর্বে তুমিই তার অবাধ্যতা করেছ এবং সে তোমার প্রতি অসদ্ব্যবহার করার পূর্বে তুমিই তার প্রতি অসদ্ব্যবহার করেছ?!' *(হিদায়াতুল মুরশিদ ৩৪০ পৃঃ)* অর্থাৎ 'আনারস বলে কাঁঠাল ভায়া, তুমি বড় খসখসে।'

মা! কি সুন্দর ডাক! পৃথিবীর শব্দকোষে সবচেয়ে মধুরতম শব্দ 'মা!' দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে অধিক স্নেহ ও মায়া-মমতার আধার এই মা। মা-ই হল ধরনীর সবচেয়ে প্রথম স্কুল-মাদ্রাসা। মাতৃক্রোড়ই হল তরবিয়ত ও শিক্ষার প্রথম ভিত্তি। শিক্ষিতা মুসলিম 'মা' পেলে শিক্ষিত মুসলিম সমাজের আশা করা যথার্থ হবে।

মায়ের হাতে গড়বে মানুষ 'মা' যদি সে সত্য হয়
মা-ই তো এ জগতে প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয়।

কিন্তু হায়! সেই মা-ই যদি মায়ের পরিচয় না দিতে পারে, মায়ের দায়িত্ব পালনে সক্ষম না হয়, সে মা যদি 'মাছের মা' হয় এবং পিতা যদি সেই 'মা' নির্বাচনে মায়ের দ্বীন-চরিত্র, আকীদা-ব্যবহার ও শিক্ষাকে গুরুত্ব না দিয়ে কেবল রূপ-সৌন্দর্য বা টাকাকে গুরুত্ব দিয়ে, শুধুমাত্র জাগতিক প্রবৃত্তি অর্চনাকে প্রাধান্য দিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সন্তান এসে গেলে তার প্রতিপালনের ভার বাধ্য হয়েই বহন করে থাকে তবে এমন প্রতিপালিত সন্তান যে কেমন হবে তা বলাই বাহুল্য।

পিতা-মাতার অধিকার নিজেদেরকে প্রস্তুত করে নিতে হয়। এই অধিকার নেওয়ার পশ্চাতে তরবিয়তের মূল্য 'এ্যাডভান্স্' দিতে হয়। এই অধিকার নিতে একটু হিকমতও অবলম্বন করতে হয় পিতা-মাতাকে। আরবীতে একটি নীতিকথা আছে,

إذا كبر ابنك فآخيه.

অর্থাৎ, তোমার ছেলে বড় হলে তার সহিত আর ছেলের মত ব্যবহার করোনা; বরং তোমার ভায়ের সাথে যেরূপ ব্যবহার কর সেইরূপ করো। সুতরাং সময় ও ঝোপ বুঝে কোপ না মারলে প্রতিফল বিপরীত হওয়াই স্বাভাবিক।

পাঠকের সামনে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে অনুরূপ তরবিয়ত ও প্রশিক্ষণের বিভিন্নমুখী আলোচনা তুলে ধরেছেন শায়খ মুহাম্মদ জামীল যয়নু সাহেব। আর একে বাংলা লেবাস পরিয়ে বাংলার মুসলিম সমাজকে উপহার দিয়েছে আমার পরম স্নেহভাজন সহকর্মী মৌলানা ক্বারী হবীবুর রহমান ফাইযী। আল্লাহ সকলকে তাঁর যথার্থ প্রতিদান দিন এবং বাঙ্গালী সমাজকে এর দ্বারা উপকৃত করুন। আমীন।

﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ آمين.

আব্দুল হামীদ মাদানী

আলমাজমাআহ

১৩ই মুহার্রম ১৪১৯হিঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

লেখকের ভূমিকা

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ با لله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لآ إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد:

সন্তানের লালন-পালন বিষয়টা হল অতি গুরুত্বপূর্ণ। যার উপর পিতা ও সন্তান উভয়ের মঙ্গল নির্ভর করছে। বরং তার উপর উম্মত ও সমাজের মঙ্গল নির্ভর করে। এই জন্য এর প্রতি ইসলাম ও গুরুজনরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। আর তাঁদের শীর্ষে মহা গুরুজন হলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। যাঁকে আল্লাহ সকল পিতা ও সন্তানের জন্য শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন। যাতে ইহকালে ও পরকালে তাদের সুখ-শান্তি নিশ্চিত হয়।

এই জন্য আমরা কুরআন করীমে পেয়ে থাকি -যাতে রয়েছে আমাদের জন্য কল্যাণ ও সফলতা -আল্লাহ তাতে লাভদায়ক ও শিক্ষামূলক বহু কাহিনী বর্ণনা করেছেন। যেমন হযরত লোকমান হাকীমের কাহিনী, যিনি নিজ পুত্রকে অতীব মাহাত্মপূর্ণ কল্যাণমূলক উপদেশ প্রদান করেছেন। অনুরূপ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁর পিতৃব্যপুত্র (চাচাতো ভাই) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসকে তার শৈশব থেকেই তাওহীদের (একত্ববাদ) বিশ্বাসকে অন্তরে গেঁথে দিয়েছিলেন। পাঠকগণ এই পুস্তিকায় ঐ সমস্ত বিষয়ের আলোচনা লক্ষ্য করবেন। এ ছাড়া সন্তানের প্রতি

পিতামাতার কি কর্তব্য ও অনুরূপ পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কি কর্তব্য তাও আপনাদের সামনে পরিলক্ষিত হবে।

আল্লাহ তাআ'লার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন এই ছোট্ট পুস্তিকা দ্বারা পাঠকগণকে উপকৃত করেন। আর একে তিনি তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই বিশুদ্ধ করে নেন। আমীন।

- মুহাম্মদ বিন জামীল যাইনু

নিজ সন্তানের উদ্দেশ্যে হযরত লোকমান হাকীমের কতিপয় উপদেশ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ﴾

অর্থাৎ, "হযরত লোকমান হাকীম উপদেশছলে তাঁর পুত্রকে বললেন।"

এ হচ্ছে এক লাভদায়ক উপদেশ যা আল্লাহ তাআ'লা হযরত লোকমান হাকীম থেকে বর্ণনা করেছেন।

উপদেশগুলি হল নিম্নরূপ ঃ-

১- ﴿يَا بُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾

"হে বৎস! তুমি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা মহা অন্যায় কাজ।" *(সূরা লোকমান ১৩ আয়াত)*

অর্থাৎ, তুমি আল্লাহর উপাসনায় (ইবাদতে) অন্যকে শরীক করা থেকে বাঁচো। যেমন মৃত কিংবা অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করা ইত্যাদি। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, (الدعاء هو العبادة) "দুআই হল ইবাদত (উপাসনা)।" *(হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করে হাসান সহীহ বলেছেন।)*

আর যখন আল্লাহর বাণী ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ (অর্থাৎ, যারা ঈমান (বিশ্বাস) আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে যুলুমের সাথে মিশ্রিত করে না---।) এই আয়াতটি অবতীর্ণ হল তখন

মুসলমানদের উপর একথা ভারী মনে হল। আর তারা বলে ফেললো যে, এমন কে আছে যে, সে তার নিজের প্রতি যুলুম করে না? আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম উত্তরে বললেন, এর অর্থ এই নয়; বরং তা হল আল্লাহর সঙ্গে অন্যকে সমকক্ষ (শরীক) করা। তোমরা কি লোকমান হাকীমের তাঁর ছেলের প্রতি উপদেশ শ্রবণ কর নি?

﴿يَا بُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِا للهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ﴾

"হে বৎস! আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা যুলুম কাজ।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

২- ﴿وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَّفِصَالُهُ فِيْ عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيْرُ﴾

অর্থ, "আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার সহিত সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। আর তার দুধ ছাড়ানো দু'বছরে হয়। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন।" *(সূরা লোকমান ১৪ আয়াত)*

তাঁর উপদেশ হচ্ছে, উপাসনা একমাত্র আল্লাহরই জন্য করা ও মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা; কারণ তাঁদের অধিকার বড় মহৎ। কেননা, ছেলের মাতা তাকে কষ্টের সহিত পেটে ধারণ করেছেন। আর পিতা তাকে খরচপত্র দিয়ে লালন-পালন করেছেন। অতএব তাঁরা ছেলের নিকট হতে এই অধিকার পাওয়ার যোগ্য যে, ছেলে আল্লাহ এবং তারপর তার মাতাপিতার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে।

﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفاً، وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ﴾ -৩

অর্থ, "মাতা-পিতা যদি তোমাকে আল্লাহর সহিত এমন বিষয়কে শরীক স্থির করতে পীড়া-পীড়ি করে যার জ্ঞান তোমার নেই, তবে তুমি তাদের কথা পালন করবে না। তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে চলবে। আর যে আমার অভিমুখী হয় তার পথ অনুসরণ করবে। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমার দিকে হবে এবং তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে জ্ঞাত করব।" *(সূরা লোকমান ১৫ আয়াত)*

মুফাস্‌সির ইবনে কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত আয়াটির ব্যাখ্যায় বলেন, যদি তোমাকে মাতা-পিতা তাদের (ইসলাম ব্যতীত অন্য) দ্বীনের আনুগত্য করার আগ্রহ দেখান তাহলে তুমি তাঁদের এ বিষয়কে মেনে নিও না। তবে তোমার একাজ একথায় বাধা দেয় না যে, তুমি তাঁদের সাথে পার্থিব জগতে সদ্ব্যবহারের সহিত বাস করবে। অর্থাৎ তাঁদের প্রতি শিষ্টাচারী হবে। আর তুমি মুমিনদের রাস্তা অবলম্বন করে চলবে। আমি (যয়নু) বলি, এ বিষয়কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিম্নের বাণী সমর্থন করছে;

لا طاعة لأحد في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف.

অর্থাৎ, "আল্লাহর অবাধ্যতায় কারো আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবলমাত্র সৎকর্মে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

﴿يَا بُنَيَّ إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُوْنُ فِيْ صَخْرَةٍ أَوْ فِي - 8

﴿السَّمٰوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ، إِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ﴾

অর্থঃ- "হে পুত্র! কোন বস্তু যদি সরিষাদানা পরিমাণ হয়, অতঃপর তা যদি কোন প্রস্তরখন্ডের মধ্যে কিংবা আকাশমন্ডল অথবা ভূমন্ডলে কোথাও থাকে, তবে তাও আল্লাহ তাআ'লা উপস্থিত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ গোপন ভেদ সম্পর্কে অবগত, তিনি সব কিছুর খবর রাখেন।" *(সূরা লোকমান ১৬ আয়াত)*

ইবনে কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, অন্যায় অথবা পাপ যদিও সরিষার দানা পরিমাণ হয়, আল্লাহ তাআ'লা মহা প্রলয় (কিয়ামত) দিবসে তা হাযির করবেন। যখন ন্যায়পূর্ণ দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে এবং এর ভিত্তিতে ভাল আমলের ভাল প্রতিদান আর মন্দ আমলের মন্দ প্রতিদান দেওয়া হবে।

৫- ﴿يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾

অর্থঃ- "হে বৎস! নামায প্রতিষ্ঠা কর।"

অর্থাৎ, "সমস্ত আরকান ও নিয়মাবলী পালন করে নম্রতার সহিত নামায আদায় কর।

৬- ﴿وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

অর্থ, "সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্মে নিষেধ কর।" অর্থাৎ কোমলতা ও নম্রতার সহিত। কটু বাক্যের দ্বারা নয়।

৭- ﴿وَاصْبِرْ عَلٰى مَا أَصَابَكَ﴾

অর্থঃ- "এবং বিপদাপদে ধৈর্য অবলম্বন কর।"

অর্থাৎ জানা গেল যে, সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্মে নিষেধ-কারীর উপর অদূর ভবিষ্যতে মসীবত (কষ্ট) আসবে। তাই তাকে

ধৈর্যধারণের আদেশ করেছেন। এ ব্যাপারে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، أفضل من المؤمن الذي لايخالط الناس ولايصبر على أذاهم)).

অর্থাৎ, "সেই মু'মিন যে লোকের সহিত মিলামিশা করে এবং তাদের দেওয়া কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করে সে ঐ মু'মিন হতে উত্তম যে লোকেদের সঙ্গে মিলামিশা করে না এবং তাদের দেওয়া দুঃখ কষ্টে ধৈর্যধারণ করে না।" *(হাদীসটি সহীহ, ইমাম আহমদ প্রভৃতিজন বর্ণনা করেছেন।)*

৮- ﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ﴾

অর্থঃ- "তুমি লোকেদের সামনে মুখ ফুলিয়ে কথা বলো না।"

ইবনে কাসীর এর তফসীর করতে গিয়ে বলেন, 'যখন তুমি লোকেদের সহিত কথা বলবে কিংবা তারা তোমার সহিত কথা বলবে, তখন তাদেরকে তুমি তুচ্ছ মনে করে ও নিজেকে বড় মনে করে তাদের হতে মুখ মন্ডল ফিরিয়ে নিও না। বরং তাদের প্রতি তোমাকে বিনম্র হাসিমুখ হওয়া উচিত। যেমন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "তোমার ভায়ের সম্মুখে তোমার মুচকি হাসাটা সাদ্‌কাহ্ স্বরূপ।" *(হাদীসটি সহীহ, ইমাম তিরমিযী এবং অন্যান্য ইমামগণ বর্ণনা করেছেন)*

৯- ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾

অর্থ, "পৃথিবীতে অহংকারের সহিত চলা-ফিরা করো না।" অর্থাৎ গর্ব, অহমিকা ও নিজেকে বড় মনে করে চলা-ফিরা করো না। ঐ প্রকার করলে আল্লাহ তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন। এ

জন্যই তিনি বলেন,

﴿إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ﴾

অর্থঃ-আল্লাহ্ পাক অহংকারী, আত্মাভিমানীকে পছন্দ করেন না। (অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের মনে অহমপূর্ণ এবং অপরের উপর গর্বপ্রকাশকারী।)

১০- ﴿وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ﴾

অর্থঃ- "পদচারণায় মধ্যবর্তিতা অবলম্বন কর।"

অর্থাৎ মধ্যমভাবে চলা-ফিরা কর; খুব তাড়াতাড়ি নয় এবং খুব আস্তেও নয় বরং মাঝামাঝি চলো।

১১- ﴿وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ﴾

অর্থঃ- "আর তোমার কণ্ঠস্বর নীচু কর।"

অর্থাৎ কথা বার্তায় বাড়াবাড়ি করো না এবং বিনা কারণে নিজের কণ্ঠকে উচ্চ করো না।

এ জন্যই আল্লাহ বলেছেন, ﴿إِنَّ أَنْكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ﴾ অর্থাৎ "চতুষ্পদ জন্তু সমূহের মধ্যে গর্দভের চীৎকারই অত্যন্ত বিকট ও শ্রুতিকটু।"

মুজাহিদ (রঃ) বলেন, 'সমস্ত আওয়াজের মধ্যে গর্দভের আওয়াজই হল নিকৃষ্টতম।'

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার কণ্ঠস্বর অতি উচ্চ করবে তার পরিণাম এই যে, স্বর উচ্চতার ও চীৎকারে তাকে গাধার সহিত তুলনা করা হবে। এ ছাড়া অতিরিক্ত চীৎকারকারী আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয়। আর জোরে চীৎকারকারীকে গর্দভের সহিত তুলনা করার মানেই হল যে, ঐ কাজ হারাম এবং অতীব নিন্দনীয়।

কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

ক- ((ليس لنا مثل السوء، العائد فى هبته كالكلب يعود فى قيئه))

"আমাদের কোন নিকৃষ্ট উদাহরণ নেই, যে হেবাকারী (উপহারদাতা) তার হেবা ফিরিয়ে নেয়, সে সেই কুকুরের ন্যায় যে তার বমি পুনঃভক্ষণ করে।" *(বুখারী)*

খ- "যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনবে, তখন তোমরা আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। কারণ, সে ফেরেশ্তা দেখে থাকে। আর যখন গাধার চীৎকার শুনবে তখন তোমরা আল্লাহর নিকট শয়তান হতে পরিত্রাণ চাও। কারণ, সে শয়তান দেখে থাকে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

উপরোল্লেখিত আয়াতসমূহের নির্দেশ ঃ-

১- পিতার উপদেশ নিজের সন্তানদের জন্য শরীয়তে বিধেয়। যে কাজে ইহকালে ও পরকালে উপকার আছে সেই কাজের উপর পুত্রকে উপদেশ দেওয়া পিতার একান্ত কর্তব্য।

২- সর্ব প্রথম তাওহীদের (একত্ববাদ) শিক্ষা ও শির্ক বিষয়ে সতর্ক করার মাধ্যমে উপদেশ শুরু করা উচিত। কারণ, শির্ক এমন যুলুম যা যাবতীয় নেক আমলকে ধ্বংস করে ফেলে।

৩- আল্লাহ্ এবং মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া ওয়াজেব। আর তাঁদের সহিত সদ্ব্যবহার তথা নিবিড় সম্পর্ক রাখা ওয়াজেব।

৪- আল্লাহর অবাধ্যতা ছাড়া অন্যান্য কাজে মাতা-পিতার আনুগত্য করা ওয়াজেব। কারণ, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এ ব্যাপারে বলেন, "আল্লাহর অবাধ্যতায় কারো আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবলমাত্র সৎকর্মে। *(বুখারী শরীফ)*

৫- একত্ববাদী মু'মিনদের পথ অনুসরণ করা ওয়াজেব এবং বিদ্আতীদের পথ অনুসরণ করা হারাম।

৬- গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহ পাকের ভয় রাখা। পাপ ও পুণ্য যত কম ও ছোট হোক না কেন তা তুচ্ছজ্ঞান না করা।

৭- আরকান ও ওয়াজেবাত পালন সহ স্থিরতার সহিত নামায প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য কর্তব্য।

৮- সাধ্যানুযায়ী নম্রতা ও ইল্ম দ্বারা সৎকর্মে আদেশ ও মন্দকর্মে নিষেধ করা ওয়াজেব। এ ব্যাপারে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন কোন খারাপ কাজ হতে দেখবে, সে যেন তা হাত দ্বারা (শক্তি প্রয়োগ করে) বন্ধ করে দেয়। যদি সে ক্ষমতা না রাখে তবে সে যেন মুখের (কথা) দ্বারা বন্ধ করে দেয়। যদি তাতেও সক্ষম না হয় তবে সে যেন অন্তরে ঘৃণা পোষণ করে। আর এটা হল ঈমানের নিম্নতম শাখা (স্তর)। *(মুসলিম)*

৯- আদেশ ও নিষেধ করায় যে দুঃখ-কষ্ট আসবে তাতে ধৈর্য ধরা। নিঃসন্দেহে এ হচ্ছে দৃঢ় সংকল্পজনের কাজ।

১০- অহংকার ও ঔদ্ধত্যের সঙ্গে চলা-ফিরা করা অবৈধ (হারাম)।

১১- মধ্যমভাবে চলা-ফিরা করা বাঞ্ছিত। সুতরাং অতি তাড়াতাড়ি চলা হবে না এবং আস্তেও নয়।

১২- প্রয়োজনের অতিরিক্ত কণ্ঠস্বর উচ্চ না করা। কারণ, উচ্চকণ্ঠে চীৎকার হল গর্দভের অভ্যাস।

সন্তান-সন্ততির জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাবলী

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর পিছনে আমি আরোহণ অবস্থায় ছিলাম। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে বৎস! আমি তোমাকে কতকগুলি বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করছি।

বিষয়গুলি নিম্নরূপঃ-

১- "তুমি আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হও। তিনি তোমাকে হিফাযত করবেন।" অর্থাৎ আল্লাহ পাকের সমস্ত আদেশ পালন কর এবং নিষেধাজ্ঞা হতে বিরত থাক তাহলে আল্লাহ তোমাকে ইহকালে ও পরকালে হিফাযত করবেন।

২- "তুমি আল্লাহর কাজে যত্নবান হও তাহলে তুমি তাঁকে তোমার সামনে পাবে।" অর্থাৎ আল্লাহ জাল্লা শানুহুর আইন-কানুনের সীমার প্রতি যত্নবান হও এবং হকের প্রতি লক্ষ্য রাখ। তাহলে তোমার সৎকর্মে তওফীক দান করতে এবং সাহায্য করতে আল্লাহকে পাবে।

৩- "যখন তুমি কিছু চাইবে তখন আল্লাহর নিকট চাও। আর যখন তুমি সাহায্য চাইবে তখন আল্লাহরই নিকট চাও।"

অর্থাৎ দুনিয়া এবং আখেরাতের কোন বিষয়ে সাহায্য চাওয়ার প্রয়োজন হলে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর নিকট সাহায্য চাও। বিশেষ করে সেই সমস্ত ব্যাপারে যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ দেওয়ার সামর্থ্য

রাখে না। যেমন, আরোগ্য ও রুজি প্রার্থনা প্রভৃতি যা দান করা একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট।

৪- "আর জেনে রাখ যে, সমস্ত মানুষ যদি তোমার কিছু উপকার করার জন্য একত্রিত হয়ে যায় তবুও তারা তোমার কোন উপকার সাধন করতে পারবে না, তবে ততটুকু উপকার করতে পারে যতটুকু আল্লাহ তোমার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। আর যদি সমস্ত মানুষ তোমার কিছু ক্ষতি সাধন করার জন্য একত্রিত হয় তবুও তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, তবে ততটুকু ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য ভাগ্যে লিখে রেখেছেন।" মোট কথা তকদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন করা একান্তই প্রয়োজন, যা আল্লাহ পাক মানুষের ভাগ্যে ভালমন্দ লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন।

৫- "কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং খাতার কালি শুকিয়ে গেছে।" *(হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করে হাসান ও সহীহ বলেছেন।)*

তদবীর করার সাথে সাথে আল্লাহর উপর ভরষা করা একান্ত কর্তব্য। যেহেতু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম উট-ওয়ালার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "তুমি উট বেঁধে আল্লাহর উপর ভরষা কর। *(হাদীসটি হাসান, ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। আর তিরমিযী ব্যতীত অন্যান্য হাদীসের বর্ণনায় এসেছেঃ-)*

৬- "সচ্ছল অবস্থায় তুমি আল্লাহকে চিন তাহলে তিনি তোমাকে কষ্টের সময় চিনবেন।"

অর্থাৎ তুমি স্বচ্ছল অবস্থায় আল্লাহর এবং মানুষের হক আদায় কর তাহলে তিনি কষ্টের সময় তোমাকে পরিত্রাণ দান করবেন।

৭- "জেনে রাখ যে, যা তোমার ঘটেনি তা তোমার ঘটার ছিলনা

এবং যা তোমার ঘটে গেছে তা লক্ষ্যচ্যুত হবার ছিল না।”

অর্থাৎ যদি আল্লাহ তোমাকে কোন জিনিস না দেওয়ার ইচ্ছা করেন তাহলে তোমাকে তা কেউই দিতে পারবে না। আর তিনি যদি তোমাকে কোন বস্তু দেওয়ার ইচ্ছা করেন, তাহলে তাকে কেউ বাধা দিতে পারে না।

৮- “জেনে রাখ ধৈর্যের সহিত সাহায্য আছেই। শত্রু ও আত্মার বিরুদ্ধে সাহায্য ধৈর্যের উপর নির্ভর করে।”

৯- “ বিপদের পাশে উদ্ধার আছেই।”

মুমিনদের উপর বিপদ এলে তার উদ্ধারপথও অতিসত্বর এসে পড়ে।

১০- “কষ্টের সঙ্গে স্বস্তি (আসান) রয়েছে।” *(জামিউল উসূল নামক কিতাবের বিশ্লেষক অন্যান্য হাদীসের সমর্থন নিয়ে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।)*

অর্থাৎ মু’মিনের উপর কোন প্রকার কষ্ট এলে তার সঙ্গে একটি অথবা দুটি স্বস্তি (আসান) অতিসত্বর এসে পড়ে।

উপরোক্ত হাদীসগুলির শিক্ষা

১- শিশুদের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর ভালোবাসা এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে তাঁর পিছনে আরোহণ করানো ও তাঁকে “হে বৎস!” বলে আহ্বান করা। যাতে সে সতর্ক হয়।

২- শিশুদেরকে আল্লাহর আনুগত্যের আদেশ করা এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখা। তাহলে তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে মঙ্গল পরিপূর্ণ হবে।

৩- আল্লাহ মু’মিনকে কষ্টের সময় পরিত্রাণ দিবেন; যদি সে স্বচ্ছল

সুস্থ এবং ধনী অবস্থায় আল্লাহর তথা লোকেদের হক আদায় করে।

৪- এক আল্লাহ তাআ'লার নিকট প্রার্থনা ও সাহায্য চাওয়া ও তাওহীদের বিশ্বাসকে শিশুদের অন্তরে গেঁথে দেওয়া যা পিতামাতা এবং প্রতিপালনকারীদের উপর ওয়াজেব।

৫- ভাল-মন্দ তকদীরের প্রতি বিশ্বাসকে সন্তানদের অন্তরে গেঁথে দেওয়া। কারণ, এ হল ঈমানের আরকানের অন্তর্ভুক্ত।

৬- আশাবাদিতার উপর সন্তানকে শিক্ষা দেওয়া যাতে সে নিজের জীবনকে বীরত্ব এবং সৎআশার সহিত স্বাগত জানাতে পারে। আর সে যেন উম্মতের মধ্যে একজন উপকারী ব্যক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

৭- জেনে রাখ নিশ্চয় ধৈর্যের সহিত সাহায্য, বিপদাপদের পাশে উদ্ধার এবং কষ্টের পাশে স্বস্তি (সহজ) অবশ্যই রয়েছে।

ইসলামের স্তম্ভসমূহ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, "ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর।"

১- আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হলেন তাঁর রসূল, এই কথার সাক্ষ্য প্রদান করা।

আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্যিকার মাবূদ নেই। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর আনুগত্য আল্লাহর দ্বীনে অপরিহার্য।

২- নামায কায়েম করা। (অর্থাৎ আরকান ও ওয়াজেবসমূহ পালন এবং নম্রতা বিনয়ের সাথে নামায আদায় করা।)

৩- যাকাত প্রদান করা। অর্থাৎ যখন মুসলমান ৮৫ গ্রাম স্বর্ণের মালিক হবে অথবা এর সমপরিমাণ নগদ কেস তার নিকট থাকবে তখন এক বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর তাকে শতকরা ২,৫০ (আড়াই টাকা)হিসাবে যাকাত আদায় করতে হবে। টাকা-পয়সা ছাড়াও অন্যান্য দ্রব্যেরও নির্দিষ্ট পরিমাণ যাকাত রয়েছে।

৪- আল্লাহর ঘরের (কাবা শরীফের) হজ্জব্রত পালন করা। অর্থাৎ যারা এই কাজ সম্পাদনের সামর্থ্য রাখে তাদের উপর হজ্জব্রত পালন করা ফরয।

৫- রমযানের রোযা পালন করা। অর্থাৎ রোযার নিয়তে ফজর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার এবং সমস্ত রোযাভঙ্গকারী দ্রব্য থেকে বিরত থাকা। *(বুখারী ও মুসলিম)*

ঈমানের আরকানসমূহ

১- আল্লাহর গুণাবলী এবং তাঁর উপাসনায়, তাঁর এক অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

২- তাঁর ফেরেস্তাগণের প্রতি বিশ্বাস রাখা। অর্থাৎ তাঁরা হলেন নূর হতে সৃষ্টি। তাঁরা আল্লাহর আদেশাজ্ঞা নির্বাহ করে থাকেন।

৩- তাঁর আসমানী কিতাব সমূহের প্রতি বিশ্বাস করা। অর্থাৎ যেমন তাওরাত, ইনজীল, যবুর ও কুরআনের প্রতি বিশ্বাস রাখা। (আর কুরআন হল তন্মধ্যে সর্বোত্তম গ্রন্থ।)

৪- তাঁর রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। অর্থাৎ তাঁদের

মধ্যে সর্ব প্রথম রসূল হলেন হযরত নূহ্ আলাইহিস সালাম এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হলেন সর্বশেষ রসূল।

৫- মহাপ্রলয় (কিয়ামত) দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। অর্থাৎ সেই দিন হবে মানুষের যাবতীয় আমলের হিসাবের দিন।

৬- তদবীরের সাথে সাথে ভাগ্যের ভাল মন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখা। অর্থাৎ ভাগ্যের ভাল মন্দের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া, কেননা, তা হল আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। *(মুসলিম)*

আল্লাহ্ পাক আরশে আছেন

মহাসম্মানিত কুরআন, বহু সহীহ হাদীস, সুস্থজ্ঞান এবং সহজাত প্রকৃতি এর সমর্থন করে।

১- যেমন আল্লাহ বলেন, ﴿الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى﴾

"পরম করুণাময় আরশের উপর সমারূঢ় হয়েছেন।" *(সূরা ত্বাহা)*

অর্থাৎ তিনি আরশের উপর আছেন। যেমন, বুখারী শরীফে বহু তাবেয়ীন হতেও বর্ণিত হয়েছে।

২- আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম "এক ক্রীতদাসীকে প্রশ্ন করে বলেন যে, "আল্লাহ কোথায় আছেন?" ক্রীতদাসী উত্তরে বলল, তিনি আসমানের উপরে। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, "আমি কে?" সে বলল, আপনি আল্লাহর রসূল। তিনি বললেন, "একে স্বাধীন করে দাও। কেননা এ হচ্ছে মু'মিন।" *(মুসলিম)*

৩- নামাযী নিজের সিজদায় বলে থাকে سُبْحَانَ رَبِّىَ الأَعْلى (সুব্হা-না রাব্বিয়াল আ'লা) অর্থাৎ আমার প্রভু সুউচ্চ পবিত্র।

আর দুআর সময় আসমানের দিকে নিজের হাত উঠিয়ে থাকে।

৪- শিশুদেরকে যখন আপনি জিজ্ঞাসা করবেন যে, আল্লাহ কোথায় আছেন? তখন তারা নিজের সহজাত প্রকৃতিতে উত্তর দিবে যে, তিনি আসমানের উপরে আছেন।

৫- আল্লাহ পাক অন্যত্র ইরশাদ করেন,

﴿وَهُوَ اللهُ فِي السَّمٰوَاتِ﴾

"আর তিনি (আল্লাহ) আসমানে আছেন" *(সূরা আনআ-ম)*

এই আয়াতের তফসীর করতে গিয়ে ইবনে কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, মুফাস্সিরগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যেন আমরা ঐ প্রকার না বলি যেমন জাহমিয়া (পথভ্রষ্ট দল) বলে থাকে যে, আল্লাহ সমস্ত জায়গায় বিদ্যমান আছেন। ওরা যা বলে থাকে তা হতে আল্লাহ অতি উচ্চে। কিন্তু আল্লাহর জ্ঞান আমাদের সাথে আছে তিনি শুনেন, দেখেন অথচ তিনি আরশের উপর বিদ্যমান আছেন।

একটি চমকপ্রদ লাভদায়ক কাহিনী

মুআবিয়া ইবনে হাকাম আসসুলামি হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমার এক দাসী ছিল। সে ওহুদ আর জাওয়ানিয়া পাহাড়ের আশে-পাশে ছাগল চড়াত। আমি একদা সেখানে গেলাম। হঠাৎ দেখলাম এক নেকড়ে বাঘ তার একটি ছাগল নিয়ে চম্পট দিল। আর আমি আদম সন্তানের একজন মানুষ তাই আফসোস করলাম; যেমন লোকেরা আফসোস করে থাকে। আমি দাসীকে দারুণভাবে এক চড় মারলাম। অতঃপর আমি রসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি অসাল্লামের নিকট এলাম। এ ব্যাপারটা আমার উপর কঠিন মনে হল। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি তাকে স্বাধীন করে দেব না? তিনি বললেন, "তাকে তুমি আমার নিকট নিয়ে এস।" আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দাসীকে জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ্ কোথায় আছেন? সে বলল, আসমানে। তিনি ﷺ বললেন, "আমি কে?" সে বলল, আপনি আল্লাহর রসূল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, "একে তুমি স্বাধীন করে দাও কেন না এ হচ্ছে মু'মিন।" *(মুসলিম, আবু দাঊদ)*

উক্ত হাদীসের শিক্ষা

১- যে কোন মুশকিলের সময় যদিও তা ছোট ধরণের হত সাহাবাগণ আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর নিকট হাজীর হতেন। যাতে তাঁরা এ ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ জানতে পারেন।

২- আল্লাহ এবং তদীয় রসূলের নিকট বিচার পেশ করা। যাতে আল্লাহর নিম্নের বাণীর উপর আমল হয়।

﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا تَسْلِيْماً﴾

"অতএব তোমার পালনকর্তার কসম। তারা অতক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্টি মতভেদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায় বিচারক বলে মনে করবে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজেদের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নিবে।" *(সূরা নিসা ৬৫ আয়াত)*

৩- ক্রীতদাসীকে মারার ব্যাপারে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সাহাবীর সে কাজকে খারাপ ভাবলেন এবং এটিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করলেন।

৪- স্বাধীনতা কেবলমাত্র মু'মিনের জন্য, কাফেরদের জন্য নয়। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দাসীকে পরীক্ষা করলেন এবং যখন তার ঈমান সম্পর্কে অবগত হলেন তখন তাকে স্বাধীন করার আদেশ দিলেন। যদি সে কাফের হত তাহলে তিনি তাকে আযাদ করার আদেশ দিতেন না।

৫- তাওহীদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা ওয়াজেব। আল্লাহ নিজ আরশে আছেন একথাও তাওহীদের অন্তর্ভুক্ত। আর এ ব্যাপারে জ্ঞানলাভ করা অপরিহার্য।

৬- আল্লাহ কোথায় আছেন এইরূপ প্রশ্ন করা শরীয়তসম্মত। আর এই প্রকার প্রশ্ন সুন্নত, কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন।

৭- 'আল্লাহ আসমানের উপর আছেন' এই বলে উত্তর দেওয়া বিধেয়। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দাসীর ঐ ব্যাপারে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন এবং উক্ত জবাব কুরআনের ঐ আয়াতের অনুযায়ী হয়েছে। যেমন আল্লাহ জাল্লা শানুহ বলেন,

﴿ءَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ﴾

"তোমরা কি ভাবনা-মুক্ত হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদেরকে ভুগর্ভে বিলীন করে দিবেন। *(সূরা মুলক)*

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আকাশে যিনি আছেন তিনি আল্লাহ পাক।

(আল্লাহ আসমানে আছেন তার মানে হল তিনি আসমানের

উপরে আছেন।)

৮- হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর রিসালতের উপর সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে ঈমান শুদ্ধ হয়ে থাকে।

৯- আল্লাহ তাআলা আসমানে আছেন এই প্রকার বিশ্বাস রাখা ঈমান শুদ্ধ হওয়ার প্রমাণ; যা প্রত্যেক মু'মিনের জন্য একান্ত কর্তব্য।

১০- এই হাদীস ঐ সব লোকের ভ্রান্তি খন্ডন করে, যারা বলে আল্লাহ তাআ'লা স্বয়ং প্রত্যেক জায়গায় আছেন। বরং সত্য এটাই যে, আল্লাহ পাকের জ্ঞান আমাদের সাথে আছে, তিনি স্বয়ং নন।

১১- আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দাসীকে পরীক্ষা করার জন্য ডাকা একথা প্রমাণ করে যে, তিনি গায়েব জানতেন না। আর এটাই ছিল দাসীর ঈমান যা সেই সুফিবাদীদের কথার রদ (খন্ডন) করে; যারা বলে থাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম গায়েব জানতেন।

পিতামাতা ও সন্তানের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

১- প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই দায়িত্বশীল। আর প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে (কিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসা করা হবে। ইমাম একজন দায়িত্বশীল তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। প্রত্যেক মানুষ তার পরিবারে দায়িত্বশীল তাকে তার দায়িত্ব সম্বন্ধে

জিজ্ঞাসা করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর সংসারের রক্ষিকা তার রক্ষনা-বেক্ষণ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। খাদেম তার মু'নিবের ধন সম্পদের রক্ষক তাকে তার রক্ষনা-বেক্ষণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

২- হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! সব থেকে বড় পাপ (গোনাহ) কি?' তিনি বললেন, "যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গে অন্যকে সমকক্ষ মনে করা। আমি বললাম, 'অতঃপর কোন পাপ?' তিনি বললেন, "সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করা যে, সে তোমার সঙ্গে খাবে।" আমি বললাম, 'তারপর কোন পাপ?' তিনি বললেন, "প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করা।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

৩- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজের সন্তানদের মাঝে সুবিচার কর।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

অর্থাৎ নিজের সন্তানদের মাঝে মালধন ও উপহার দেওয়ায় এবং প্রত্যেক বিষয়ে ইনসাফ কর।

৪- আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, "প্রত্যেক শিশু ইসলামী প্রকৃতি নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। অতঃপর তার মাতা-পিতা তাকে ইহুদী, নাসারা অথবা মজুসী (অগ্নিপূজক) বানিয়ে থাকে। যেমন, চতুষ্পদ জন্তু অনুরূপ জন্তুই জন্ম দিয়ে থাকে। তার মধ্যে কান কাটা দেখ কি? *(বুখারী)*

অর্থাৎ ইসলামী প্রকৃতিতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাদের সন্তানকে তারা ইহুদী বানিয়ে দেয়। তাদের তুলনা করা হয়েছে ঐ প্রকার

চতুষ্পদ জন্তুর সঙ্গে, যে ত্রুটিহীন হয়ে জন্ম নেওয়ার পর তার কান কাটা হয়ে থাকে। *(ফতহুলবারী ৩/২৫০)*

৫- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "নিজ মাতা-পিতাকে গালি-মন্দ করা কাবীরা গোনাহসমূহের অন্যতম। আর তা এইভাবে যে, কোন ব্যক্তি যখন অন্য কোন ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয় তখন সে ব্যক্তি তার পিতাকেও গালি দেয়। এবং যখন কোন ব্যক্তির মাতাকে গালি দেয় তখন সে ব্যক্তিও তার মাতাকে গালি-মন্দ করে থাকে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

৬- এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার কাছ থেকে সদ্ব্যবহার পাওয়ার সবচেয়ে বেশী অধিকারী কে? তিনি বললেন, "তোমার মা।" সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন, "তোমার মা।" সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, "তোমার মা।" সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন, "তোমার বাপ।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

পিতামাতা এবং শিক্ষকের দায়িত্ব

আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَاراً﴾

অর্থঃ- হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেকে ও স্বীয় পরিবারবর্গকে জাহান্নামের অগ্নি হতে রক্ষা কর। *(সূরা তাহরীম)*

মাতাপিতা, শিক্ষক এবং সমাজকে এই প্রজন্মের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে আল্লাহর সম্মুখে জবাবদিহি করতে হবে। সুতরাং যদি তাঁরা উক্ত প্রজন্মকে সুপ্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন তবে তাঁরা এবং সেই

প্রজন্ম সকলেই ইহকাল ও পরকালে ভাগ্যবান হবেন।

আর যদি তাঁরা তাঁদের প্রশিক্ষণে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেন তবে সে প্রজন্ম হবে দুর্ভাগা। আর সন্তানদের গোনাহ তাঁদের ঘাড়ে চাপবে। এ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, "তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল আর প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

হে শিক্ষক মহাশয়গণ! আপনার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর বাণীতে সুসংবাদ রয়েছে।

"আল্লাহর শপথ! যদি আল্লাহ তোমার দ্বারা একজন মানুষকে হিদায়াত দেন তবে তা তোমার জন্য লাল উঁট অপেক্ষা উত্তম।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

হে সন্তানের মাতা-পিতাগণ! আপনাদের জন্যও এই সহীহ হাদীসে সুসংবাদ রয়েছে।

"যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তিনটি আমল ব্যতীত তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। (১) সাদ্‌কা জারীয়াহ (যে সদ্‌কার সওয়াব জারী থাকবে) (২) এমন বিদ্যা যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হবে। (৩) সুসন্তান যে তার মাতা-পিতার জন্য দুআ করবে।" *(মুসলিম)*

অতএব হে প্রতিপালনকারীগণ! সর্ব প্রথম আপনি নিজের সংস্কার করুন। কেননা, আপনি যা কিছু নিজ সন্তানের সামনে করবেন তা তারা ভাল কর্ম ভেবে করবে। আর যা কিছু আপনি বর্জন করবেন সেটাকে তারা খারাপ ভাববে। সন্তানদের সামনে শিক্ষক এবং মাতাপিতার সদ্ব্যবহারই হল তাদের সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ।

প্রতিপালনকারী ও শিক্ষকগণের দায়িত্ব

১- শিশুকে (লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) বলতে শিখানো।

আর যখন সে বড় হতে লাগবে তখন তাকে তার অর্থ বোঝানো যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর রসূল।

২- সন্তানদের অন্তরে আল্লাহর ভালবাসা এবং তাঁর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস বদ্ধমূল করা। কেননা, আল্লাহই হলেন আমাদের সৃষ্টিকর্তা, অন্যদাতা, সাহায্যকারী। তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই।

৩- সন্তানদের শিক্ষা দেওয়া যে, তারা যেন কেবলমাত্র আল্লাহরই নিকট চায় ও তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁর চাচাতো ভায়ের উদ্দেশ্যে বললেন, "যখন তুমি কিছু চাইবে তখন আল্লাহরই নিকট চাও। আর যখন সাহায্য চাইবে তখন আল্লাহরই নিকট সাহায্য চাও। *(তিরমিযী)*

হারাম কর্ম হতে সতর্ক করা

১- সন্তানদেরকে (কুফরী) অবিশ্বাস, গাল-মন্দ, অভিশাপ ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে সাবধান করা। তাদেরকে নম্রভাবে বোঝানো যে, কুফরী করা হচ্ছে হারাম যা বিশেষ ক্ষতিকর তথা জাহান্নাম প্রবেশের প্রধানতম কারণ। সুতরাং তাদের সামনে আমাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রিত করা বিশেষ প্রয়োজন। যাতে আমরা

যেন তাদের জন্য উত্তম আদর্শ হতে পারি।

২- তাদেরকে আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা থেকে ভীতি প্রদর্শন করা। আর শির্ক বলে আল্লাহ্ ব্যতীত মৃত ব্যক্তিদের ডাকা এবং তাদের নিকট হতে সাহায্য প্রার্থনা করা। অথচ তারা আল্লাহরই দাস; উপকার বা অপকার কিছুরই শক্তি রাখে না।

এ ব্যাপারে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহ্ বলেন,

﴿وَلاَ تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِّنَ الظَّالِمِيْنَ﴾

"তুমি আল্লাহ ছাড়া এমন কাউকেও ডেকো না যে তোমার উপকার ও ক্ষতি কোনটাই করতে পারে না। সুতরাং তুমি যদি এই প্রকার কর তাহলে তুমি অবশ্যই অত্যাচারী (মুশরিক)দের অন্তর্ভুক্ত হবে। *(সূরা ইউনুস)*

৩- সন্তানদেরকে জুয়া খেলা সহ ঐ প্রকার সকল খেলাধুলা হতে সাবধান করা জরুরী। যেমন, লটারী ও ডাইস খেলা প্রভৃতি; যদিও তা মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য খেলা হয়। কেননা, ঐ প্রকার খেলাধুলা জুয়ার দিকে টেনে নিয়ে যায়, হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে এবং তাদের মাল-ধন তথা সময়ের বিশেষ ক্ষতি সাধন করে। আর নষ্ট হয় তাদের নামাযও।

৪- সন্তানদেরকে অশ্লীল পত্রিকা পড়া, অশ্লীল ও নগ্নচিত্র-বিশিষ্ট, পুলিসী ও যৌনমূলক উপন্যাস ও গল্পাদি পড়া থেকে বিরত রাখা। এবং সিনেমা ও টেলিভিশনে ঐ শ্রেণীর ছবি দেখা হতে বিরত রাখা; যে সমস্ত ছবি তাদের চরিত্রে ও ভবিষ্যতের জন্য বিশেষ ক্ষতিকর।

৫- সন্তানকে তামাক ও ধূমপান করা হতে সতর্ক করা। এবং

তাকে বোঝানো যে, সমস্ত ডাক্তারের সর্বসম্মতিক্রমে ধুমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তাতে ক্যানসার নামক মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হয়, দাঁত বিনষ্ট হয়ে যায়। তার গন্ধ অপছন্দনীয়, বুকের বিভিন্ন যন্ত্রকে খারাপ করে ফেলে, যার ক্ষতি ছাড়া কোনই উপকার নেই। অতএব তা পান করা ও বেচাকেনা অবৈধ। বরং তার পরিবর্তে ফলমুল ও নোনতা জাতীয় খাদ্য খাওয়ার জন্য ধুমপায়ীকে নসীহত করা প্রয়োজন।

৬- সন্তানদেরকে কথায় ও কাজে সত্য বলার অভ্যাস করানো। এইভাবে যে, আমরা তাদের সম্মুখে মিথ্যা বলবো না; যদিও তা ঠাট্টা-উপহাসছলে হোক না কেন। আর আমরা যখন তাদের সাথে কোন কাজের অঙ্গীকার করবো তা অবশ্যই পূরণ করবো। হাদীসে বর্ণিত আছে, কোন ব্যক্তি যখন ছেলেকে ডেকে বলে, 'এস নাও।' অতঃপর সে তাকে কিছু দেয় না। তো এটাও একটি মিথ্যা। *(হাদীসটি সহীহ, আহমদ বর্ণনা করেছেন।)*

আমরা যেন আমাদের সন্তানদেরকে হারাম মাল ভক্ষণ না করাই। যেমন ঘুস, সূদ ও চুরির মাল ইত্যাদি। আর সেই মাল যা ধোকা দিয়ে উপার্জন করা হয়। কেননা, ঐ সব মাল তাদের দুষ্টামি, অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

৮- সন্তানদের উপর গযব কিংবা ধ্বংসের বদ্দুআ না করা। কেননা, এরূপ দুআ কখনো কখনো কবুল হয়ে থাকে, তা মঙ্গলের হোক বা অমঙ্গলের। আর সম্ভবতঃ এতে সন্তানদের পথভ্রষ্টতা অধিক বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং সন্তানকে 'আল্লাহ তোকে শুধ্‌রাক (সংশোধন করুক)' বলাই আমাদের জন্য উত্তম।

নামায শিক্ষা

১- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর সহীহ হাদীস অনুযায়ী বালক-বালিকাকে ছোট অবস্থায় নামাযের শিক্ষা দেওয়া অতি প্রয়োজন। যাতে তারা বড় হলে নামাযকে অতি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে।

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে নামাযের শিক্ষা প্রদান কর যখন তাদের বয়স সাত বছর হবে। আর দশ বছর বয়স হলে (নামায না পড়ার কারণে) তাদেরকে প্রহার এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।" *(সহীহ আহমদ)*

আর তাদের সামনে ওযু করে ও নামায পড়ে তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া যায়। তাদেরকে সঙ্গে করে মসজিদে নিয়ে যাওয়া এবং এমন বই পড়তে উৎসাহিত করা যাতে নামাযের পদ্ধতি পরিবেশিত হয়েছে। যাতে পরিবারের সকল সদস্য নামাযের আহকাম শিখে নিতে পারে। আর শিক্ষক ও পিতামাতার কাছ হতে এটাই বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে প্রত্যেক ত্রুটি সম্পর্কে আল্লাহ তাদেরকে কৈফিয়ত করবেন।

২- সন্তানদেরকে কুরআন শরীফের তেলাঅত শিক্ষা দেওয়া। সুতরাং আমাদের উচিত তাদেরকে সূরা ফাতিহা ও ছোট ছোট সূরা এবং নামাযের জন্য (আত্তাহিয়্যাতু) মুখস্থ করানোর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ করা ও তাজবীদ (কুরআন শুদ্ধভাবে পড়া), কুরআন ও হাদীস হিফয (মুখস্থ) করানোর উদ্দেশ্যে তাদের জন্য শিক্ষক নিয়োগ করা।

৩- সন্তানদেরকে জুম্‌আর দিন ও প্রত্যেক ওয়াক্ত মসজিদে নিয়ে গিয়ে লোকদের পিছনে কাতারে জামাআতের সহিত নামায আদায় করার উৎসাহ দেওয়া। আর যদি তারা কিছু ভুলভ্রান্তি করে ফেলে তাহলে তাদেরকে নম্রভাবে বোঝানো।

অতএব তাদেরকে ধমক দিয়ে বা জোর গলায় কিছু না বলাই উচিত। কারণ, হতে পারে তারা এতে নামায ত্যাগ করে দিতে পারে। যার ফলে আমরা গুনাহ্‌গার হয়ে যাব।

৪- সন্তানদেরকে সাত বছর বয়সে রোযা রাখার অভ্যাস করানো; যাতে তারা সাবালক হতে হতে রোযা রাখায় অভ্যস্ত হয়ে যায়।

মেয়েদের পর্দা

১- মেয়েদেরকে বাল্যকাল হতেই পর্দার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা যেন তারা সাবালিকা হলেই তার অনুবর্তিনী হয়। অতএব আমরা তাদেরকে খাট পোষাক পরিধান করাবো না। আর তাদেরকে বিশেষ করে প্যান্ট-শার্ট পরাবো না। কারণ, এতে পুরুষের অনুকরণ তথা বিধর্মীদের আনুগত্য হয়ে থাকে এবং যুবকদের উত্তেজনা ও ফিৎনার কারণ হয়। আমাদের উচিৎ, তাদেরকে সাত বছর বয়স হতেই মাথা ঢাকার জন্য উড়না ব্যবহার করতে নির্দেশ করা এবং সাবালিকা হলেই মুখমন্ডল ঢাকার উপদেশ দেওয়া। আর যথাসম্ভব পর্দার উদ্দেশ্যে কাল রঙের লম্বা ও ঢিলে ঢালা পোষাক (বোরকা) পড়ার আদেশ দেওয়া; যাতে তাদের মান-সম্ভ্রম বজায় থাকে। পবিত্র কুরআন সমস্ত মু’মিন নারীগণকে পর্দার প্রতি আহ্বান করে;

আল্লাহ জাল্লা শানুহু বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾

"হে নবী! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তুমি তোমার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ ও ঈমানদার লোকের স্ত্রীগণকে বলে দাও যে, তারা যেন তাদের নিজেদের উপর নিজেদের চাদরের কিয়দংশ ঝুলিয়ে নেয়। এতে তাদেরকে চিনতে পারা সহজ হবে ও তাদেরকে উত্যক্ত করা (কষ্ট দেওয়া) হবে না। *(সূরা আহযাব ৫৯আয়াত)*

আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ মু' মিন নারীদেরকে পর্দাহীনতায় থাকতে ও মুখমন্ডল খুলে রাখতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন,

﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾

অর্থাৎ, আর তোমরা পুরাতন অজ্ঞতার যুগের ন্যায় সাজগোজ করে নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়িও না। *(সূরা আহযাব ৩৩ আয়াত)*

২- ছেলেমেয়েদেরকে উপদেশ দেওয়া, যেন তারা এক অপর থেকে ভিন্ন জাতীয় পোষাক পরিধান করে; যাতে ছেলে ও মেয়েদের মাঝে পৃথক করা সহজ হয়। আর তারা যেন বিধর্মীদের পোষাক তথা তাদের আনুরূপ্য করা থেকে বিরত থাকে। যেমন, অতি টাইটফিট প্যান্ট অথবা কোন ক্ষতিকর সভ্যতা (?) অবলম্বন না করে।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, " আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সেই সমস্ত পুরুষের উপর অভিসম্পাত করেছেন, যারা নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে। আর সেই নারীগণের উপরও অভিসম্পাত করেছেন যারা পুরুষের সাদৃশ্য

অবলম্বন করে। আর নারী বেশধারী পুরুষ এবং পুরুষ বেশধারিণী নারীদের উপরও তিনি অভিশাপ করেছেন।” *(বুখারী)*

অন্যত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের বেশ ধারণ করবে সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে। *(আবু দাউদ, হাদীসটি সহীহ)*

সচ্চরিত্র ও আদব

১- আমাদের উচিত শিশুকে ডান হাত দ্বারা পানাহার ও লেনদেনে অভ্যস্ত করানো এবং বসা অবস্থায় যেন পানাহার করে আর পরিশেষে ‘আল হামদুলিল্লাহ’ বলে তার খেয়াল রাখা।

২- শিশুকে পরিষ্কার-পরিছন্নতায় অভ্যাস করানো। এইভাবে যে, সে যেন নখ কাটে, খাওয়ার পূর্বে ও শেষে হাত ধুয়ে পরিষ্কার করে নেয়। আর তাকে প্রস্রাব পায়খানার নিয়ম পদ্ধতি উচিতভাবে শিখানো; যাতে সে প্রস্রাব করার পর কুলুখ (ঢেলা অথবা টিসু পেপার) ব্যবহার করে অথবা পানি থাকলে তা দিয়ে যেন ধুয়ে পরিষ্কার করে, যাতে নামায শুদ্ধ হয় এবং কাপড় অপবিত্র না থেকে যায়।

৩- আমাদের উচিত তাদেরকে নিরিবিলি পরিবেশে নম্রভাবে নসীহত করা, এইভাবে যে, যদি তারা কোন ত্রুটি করে ফেলে তবুও তাদেরকে ভর্ৎসনা করবো না। তারপরও যদি তারা অবাধ্যতায় অবিচল থাকে তাহলে তাদের সঙ্গে তিন দিন কথাবার্তা বন্ধ করে দিব। তবে তিন দিনের অধিক নয়। (কারণ, তিন দিনের অতিরিক্ত কারো সাথে কথাবার্তা বন্ধ রাখাকে শরীয়ত অবৈধ ঘোষণা করেছে।)

৪- আযানের সময় সন্তানদেরকে নীরব থাকার উপদেশ করা এবং মুয়াযযেন যা বলেন ঠিক সেইরূপ উত্তর দিতে বলা। অতঃপর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর উপর দরূদ ও অসীলার দুআ পাঠ করতে উদ্বুদ্ধ করা।

আর অসীলার দুআটি হল নিম্নরূপঃ-

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّداً الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ

وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوْداً الَّذِيْ وَعَدْتَّهُ.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা রাব্বা হা-যিহিদ দা'অতিত তা-ম্মাহ, অস্সালা-তিল ক্বা-য়িমাহ, আ-তি মুহাম্মাদানিল অসীলাতা অল ফাযীলাহ, অবআসহু মাক্বা-মাম মাহমূদানিল্লাযী অআত্তাহ।

অর্থঃ- "হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠালাভকারী নামাযের প্রতিপালক, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে অসীলা (জান্নাতের এক সুউচ্চ স্থান) ও মর্যাদা দান কর এবং তাঁকে মাক্বামে মাহমূদে (প্রশংসিত স্থানে) অধিষ্ঠিত কর; যার তুমি অঙ্গীকার করেছ।" *(বুখারী)*

৫- সম্ভব হলে ছেলে-মেয়েদের জন্য পৃথক পৃথক বিছানার বন্দোবস্ত করা উচিত। না হলে আলাদা আলাদা লেপের ব্যবস্থা করা জরুরী। ছেলেমেয়েদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শয়নকক্ষ নির্দিষ্ট করা উত্তম। তাতে তাদের চরিত্র তথা স্বাস্থ্যের সুরক্ষা বজায় থাকবে।

৬- শিশুদেরকে অভ্যস্ত করানো যেন তারা পথে ঘাটে কোন প্রকার কষ্টদায়ক বস্তু ও ময়লা-আবর্জনা না ফেলে। বরং এধরনের বস্তু পথে-ঘাটে দেখতে পেলে তা যেন উঠিয়ে ফেলে দেয়।

৭- চরিত্রহীন সঙ্গী-সাথী হতে তাদেরকে সতর্ক রাখা এবং তারা রাস্তা-ঘাটে যাতে না দাঁড়ায় তার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

৮- শিশুদেরকে ঘরে, রাস্তা-ঘাটে এবং শ্রেণীকক্ষে (ক্লাসে) 'আস্‌সালামু আলাইকুম অরাহ্‌মাতুল্লাহি অবারাকাতুহ' (অর্থাৎ তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র শান্তি, দয়া ও বরকত বর্ষিত হোক।) বাক্য দ্বারা সালাম প্রদান করা শিখানো।

৯- সন্তানদেরকে পাড়া প্রতিবেশীর সহিত সদ্ব্যবহার আর তাদেরকে কোন প্রকার কষ্ট না দেওয়ার উপদেশ দেওয়া।

১০- সন্তাদেরকে অতিথির আদর ও সম্মান করার অভ্যাস করানো। আর তার জন্য যথোচিত খাবার পরিবেশন করতে বলা।

জিহাদ ও বীরত্ব

১- পরিবারবর্গ ও ছাত্রদের জন্য একটি নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তাতে শিক্ষক মহাশয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এবং সাহাবাদের জীবনীর পুস্তক পড়বেন। যাতে করে তারা জানবে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম একজন বীর পুরুষ ও নেতা ছিলেন। আর হযরত আবু বকর, উমর, উসমান, আলী ও মুয়াবিয়ার মত তাঁর সাহাবাগণ নানান দেশ বিজয় করেছেন। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছি। আর তাঁরা কেবলমাত্র নিজেদের দৃঢ় ঈমান, জিহাদী মনোবল, কুরআন-হাদীসের নির্দেশাবলী বাস্তবায়ন করে এবং তাঁদের মহান চরিত্রের ফলে বহু দেশে বিজয়ী হয়েছেন।

২- সন্তানদেরকে বীরত্ব, সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্মে বাধা প্রদান করার উপর প্রশিক্ষণ ও প্রতিপালন করা এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও ভয় না করার শিক্ষা দেওয়া। আর

তাদেরকে মিথ্যা কাহিনী বলে অথবা কোন কাল্পনিক ও অবান্তর কথা বলে ভয় প্রদর্শন করা বৈধ নয়।

৩- আমরা যেন সন্তানদের অন্তরে ইহুদী ও অত্যাচারীদের অন্যায়ের প্রতিশোধ নেওয়ার স্পৃহা জাগাই। আর আমাদের যুবকরা যখন ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা ও আল্লাহর পথে জিহাদ করার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে তখন তারা অতিসত্বর প্যালেস্টাইন এবং জেরুযালেমের বাইতুল মাক্দাস স্বাধীন করবে। আল্লাহর হুকুমে তারা বিজয় লাভ করবে।

৪- প্রশিক্ষণমূলক উপকারী কাহিনী পুস্তক ক্রয় করা; যেমন, ঐ সকল বইপত্র; যাতে রয়েছে পবিত্র কুরআনের বর্ণিত ঘটনাবলী, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর জীবনী, সাহাবাগণের সাহসিকতাপূর্ণ কার্যাবলী এবং মুসলিম মুজাহিদের বীরত্বের আলোচনা।

দৃষ্টান্তস্বরূপ কতিপয় পুস্তকের নাম নিম্নে দেওয়া হলঃ-

(১) আশ শামায়িলুল মুহাম্মদীয়াহ (মুহাম্মদী সদাচার)

(২) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর চরিতাবলী

(৩) ইসলামী আচার-ব্যবহার।

(৪) ইসলামী আকীদাহ যা কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে রচিত ইত্যাদি।

সন্তানদেরকে কোন জিনিস দেওয়ায় সুবিচার

নো'মান বিন বাশীর কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে কিছু মাল দিলেন। অতঃপর আমার মাতা (আমরাহ

বিনতে রাওয়াহা) বললেন, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তুষ্ট নই যতক্ষণ পর্যন্ত এ ব্যাপারে তুমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে সাক্ষী না মানবে। সুতরাং আমার পিতা নবী ﷺ এর নিকট আমাকে দেওয়া মালের উপর তাঁকে সাক্ষী রাখতে গেলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাকে বললেন, "তুমি কি এই প্রকার সমস্ত সন্তানদের সহিত করেছ?" তিনি বললেন, না। তখন আল্লাহর রসূল বললেন, "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আর নিজ সন্তানদের মাঝে সুবিচার কর।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

আরো এক বর্ণনায় রয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "তাহলে আমাকে এ ব্যাপারে সাক্ষী মেনো না। কারণ, আমি অন্যায়ের উপর সাক্ষ্য দেব না।"

হে মুসলিম ভাই! আপনার সন্তানদের মাঝে কোন জিনিস দেওয়ায় ও উইল করায় ন্যায় পরায়ণতা অবলম্বন করুন। ওয়ারেসীনদের মধ্যে কাউকে তার হক থেকে বঞ্চিত করবেন না। বরং আপনার উচিত আল্লাহ যে ভাগ-বন্টন নির্দিষ্ট করেছেন তাতে সন্তুষ্ট হওয়া। কিছু ওয়ারেসীনকে কিছু মাল দিয়ে এবং বাকীকে বঞ্চিত করাতে আপনি প্রবৃত্তি ও আসক্তির অনুসরণ করবেন না। নচেৎ আপনি নিজের জানকে দোযখে প্রবেশের জন্য পেশ করবেন। বর্তমান যুগে অধিকাংশ ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ তাদের কিছু সংখ্যক ওয়ারেসকে লিখে দেয়। যার কারণে তাদের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় এবং তারা কোর্টে মুকাদ্দামা নিয়ে গিয়ে হাকীম ও উকীলের পশ্চাতে মালধন অপব্যয় করে থাকে।

যুবসমস্যার সমাধান

যুবকদের সমস্যা সমাধানের উত্তম পদ্ধতি হল বিবাহ করা; যদি তা সম্ভব হয় এবং তার সমস্ত উপায়-উপকরণ সহজ হয়ে উঠে; যেমন, মোহর দেওয়ার ক্ষমতা ইত্যাদি।

এ ব্যাপারে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, "হে যুবকের দল! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি স্ত্রী ভরণ-পোষণের সামর্থ্য রাখে তাহলে সে যেন অবশ্যই বিবাহ করে নেয়। কেননা, বিবাহ চক্ষুদ্বয়কে সংযত রাখে এবং গুপ্তাঙ্গকে হেফাযত করে। আর যদি কেউ ভরণ-পোষণের সামর্থ্য না রাখে তাহলে সে যেন রোযা রাখে। কেননা, রোযা তার জন্য ঢাল স্বরূপ। *(বুখারী ও মুসলিম)*

বিবাহ পড়াশুনা সম্পন্ন করতে বাধা দেয় না যদি যুবক ধনী পরিবারের হয়ে থাকে এবং তার সমস্ত প্রয়োজনে তার পিতাই যথেষ্ট হন। কিংবা যুবকের নিকট যদি মাল-ধন অথবা চাকুরী থাকে।

পিতা যদি ধনী হন আর পুত্র যুবক হয়ে যায় তাহলে পিতার জন্য আবশ্যক তিনি যেন তাঁর পুত্রের বিবাহ দিতে বিলম্ব না করেন। কেননা, এই প্রকার করা নিজের ছেলেকে বিনা বিবাহে এমনভাবে ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে উত্তম যাতে সে বেশ্যালয়, অশ্লীলতা ও নোংরামীর পথে পা বাড়ায়। আর এ কাজে পিতাকে বদনাম করে যাতে পিতা নিজের এবং ছেলের উপর যুলুম করে বসে।

ছেলে যদি ধনী হয় তবে তার পিতার নিকট তার বিবাহের জন্য প্রস্তাব রাখা আবশ্যক। অবশ্য এ প্রস্তাবে সে নম্রতা অবলম্বন করবে। আর তাঁকে রাজী করাতে যত্নবান হবে এবং এ ব্যাপারে তাঁর সাথে উত্তম আচরণ করবে।

প্রত্যেক ব্যক্তির জেনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ কিছু সংখ্যক জিনিসকে হারাম করেছেন কিন্তু তার পরিবর্তে তিনি অন্য জিনিসকে হালাল করেছেন। যেমন, তিনি সূদকে হারাম করেছেন আর ব্যবসা-বাণিজ্যকে করেছেন হালাল। ব্যভিচারকে হারাম করেছেন আর বিবাহকে করেছেন হালাল। আর এটাই হল যুব-সমস্যার উত্তম সমাধান।

দরিদ্রতার কারণে মোহর ও খোরাক যোগানোর শক্তি না থাকার ফলে যখন যুবকের পক্ষে বিবাহ করা সম্ভব হবে না তখন তার সমস্যা দূরীকরণের উত্তম উপায় হল ঃ-

১- রোযা রাখা। অর্থাৎ পূর্বোক্ত হাদীসকে বাস্তবায়ন করা ("যদি কেউ স্ত্রীর ভরণ-পোষণের সামর্থ্য না রাখে তাহলে তার জন্য রোযা রাখা আবশ্যক। কেননা, রোযা তার জন্য ঢাল স্বরূপ।") অর্থাৎ রোযা হল যুবকের জন্য হিফাযতকারী। কারণ, তা যৌন উত্তেজনাকে হালকা করে ফেলে।

কেবলমাত্র পানাহার করা হতে বিরত থাকারই নাম রোযা নয়। বরং নিষিদ্ধ জিনিস না দর্শন করা, (অবৈধ)নারীদের সঙ্গে অবাধ মিলামিশা করা, উত্তেজনাপূর্ণ ও নগ্ন নাটক, যৌনপূর্ণ সিরিজ দর্শন না করাও তার অন্তর্ভুক্ত।

যুবকের জন্য নারী হতে চক্ষু সংযত করা একান্ত প্রয়োজন। কেননা, আল্লাহ পাক পবিত্রতার সাথে সুস্থতা রেখেছেন। আর প্রবৃত্তির অনুসরণে রয়েছে রোগ ও মসীবত যদি তা হতে সতর্ক না হওয়া যায়। কেউ যেন বৈধ পদ্ধতি ছাড়া নারীর প্রতি দৃকপাত না করে। আর বৈধ পদ্ধতি হল বিবাহ করা, যাতে রয়েছে সুনাম ও সুন্দর প্রভাব।

২- উত্তেজন ও সংযমন

মনোবিজ্ঞানীগণ বলেন, মানুষের যৌন প্রকৃতিকে উত্তেজন ও বিবর্ধন করা সম্ভব। সুতরাং যদি তোমার জন্য বিবাহ সহজ না হয় তাহলে অশ্লীলতা ও যৌনতার নিকটবর্তী হয়ো না। বরং তুমি সংযমন অবলম্বন কর। আর সংযমন এই যে, তুমি আধ্যাত্মিক উপায়ে তোমার মন হতে যৌনচিন্তা দূর কর। যেমন, নামায পড়া, রোযা রাখা, কুরআন ও নববী হাদীসপাঠ, চিত্তাকর্ষী জীবনী পাঠ প্রভৃতি। অথবা কোন কর্মে মনোনিবেশ করা, কোন গবেষণা বা রচনায় নিমগ্ন হওয়া, চিত্রাঙ্কন যেমন; নদী, বৃক্ষ, লতা-পাতা, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি প্রাণী-বর্জিত দৃশ্য আঁকা। অথবা ঝাড়বাতী প্রভৃতি তৈরী করা উপকারী শিল্প প্রবনতা।

৩- শারীরিক ব্যায়াম; তা হল শারীরিক শ্রম। অতএব তার প্রতি অগ্রসর হওয়া, শরীর চর্চায় যত্নবান হওয়া এবং যুবক যুবতীর অবাধ মিলা-মিশা হতে শূন্য (এন সি সি)তে যোগদান ও সাহিত্য সমিতিতে শরীক হওয়া -এ সমস্ত কর্ম যুবককে যৌন প্রবৃত্তির চিন্তা হতে উদাসীন করে দেয় এবং ব্যভিচার হতে তাকে দূরে রাখতে সহয়তা করে; যা যুবকদের শারীরিক ও চারিত্রিক এবং দ্বীনে ক্ষতিকর হয়।

যখন যুবকগণ যৌনক্ষুধা অনুভব করবে তখনই তার উচিত কোন শারীরিক কর্মে মনোযোগী হয়ে ঐ অতিরিক্ত শক্তিকে ব্যয় করা। যেমন, লম্বা দূরত্ব দৌড়ান, ভারী বস্তু বহন, কুস্তি খেলা, যে কোন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ, তীর চালানো শিক্ষা করা, সাঁতার কাটা, ইলমী প্রতিযোগিতা করা প্রভৃতি যৌন শক্তিকে হালকা করে।

৪- দ্বীনী কিতাবপত্র ; তন্মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিতাব

কুরআন পাক, হাদীস ও তফসীরের কিতাব পাঠ করা। আর কুরআন ও হাদীস হতে কিছু কিছু মুখস্থ করা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জীবনী, খুলাখায়ে রাশেদীনগণের, বড় বড় চিন্তাবিদদের ইতিহাস পড়া, এবং 'রেডিও কুরআন কারীম' প্রভৃতি কেন্দ্র থেকে দ্বীনী ও ইল্‌মী ওয়ায নসীহত ও কুরআন মাজীদ শ্রবণ করা।

সার কথা হল এই যে, যুব সমস্যার উত্তম ঔষধ হল বিবাহ্ করা। সুতরাং কারো যদি সামর্থ্য না হয় তাহলে তার জন্য রোযা, সংযমন, ব্যায়াম, লাভদায়ক শিক্ষা এ সব হল তার প্রশান্তি ও শক্তি যা লাভদায়ক; ক্ষতিকর নয়। অতঃপর চক্ষুকে ঐ সমস্ত জিনিস হতে বিরত রাখা যে সমস্ত জিনিসের প্রতি দৃকপাত করতে আল্লাহ্ পাক নিষেধ করেছেন। আর আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা তিনি যেন, তাদের বিবাহের পথকে সহজ করে দেন।

আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দুআ

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি রাত্রে জেগে উঠে-

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ.

উচ্চারণঃ- লাই লা-হা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারিকা লাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। সুবহা-

নাল্লাহি অলহামদু লিল্লাহি অলা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অল্লা-হু আকবার, অলা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ, আল্লাহুম্মাগ ফিরলী।

(*অর্থাৎ*- আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মাবূদ নেই। তিনি একক তাঁর কোন অংশীদার নেই। সকল রাজত্ব ও সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি হলেন সর্বোপরি শক্তিমান। আল্লাহ পূত পবিত্র ও সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া ভাল কাজ করার এবং মন্দ কাজ থেকে ফিরার কারো শক্তি নেই) -বলে। অতঃপর বলে, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর অথবা সে অন্য যে কোন দুআ (প্রার্থনা) করে তবে তার দুআ কবুল করা হয়। অতঃপর যদি সে ওযু করে নামায আদায় করে তবে তার নামায গ্রহণ করা হয়।” *(বুখারী)*

জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিপত্তি

১- আল্লাহ জাল্লা শানুহ বলেন,

﴿الْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾

অর্থাৎ, “মাল-ধন ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য। *(সূরা কাহাফ ৪৬ আয়াত)*

ধনদৌলত ও সন্তান-সন্ততি ইলাহী নিয়ামত (দান); যা প্রকৃতিগতভাবে মানুষ অর্জন করতে চেষ্টা করে। আর তা হল পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মানুষের মাঝে শয়তান শ্রেণীর লোকগণ কিছু সংখ্যক মানুষকে প্রকৃতির বিরোধিতা করে সন্তান-সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করার কুপরামর্শ দিয়ে থাকে। কিন্তু তারা তাদের

অর্থ ও মালধন নিয়ন্ত্রিত সংখ্যার মধ্যে করতে বলে না। অথচ ধন-মাল ও সন্তান-সন্ততি মানুষের জাগতিক সংসারে এবং মরণের পরপারেও যৌথ উপকার প্রদান করে থাকে। যেমন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

"যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার তিনটি আমল ব্যতীত সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। তা হল, সাদ্‌কা জারিয়া, এমন বিদ্যা যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়, সৎ সন্তান; যে তার মাতা-পিতার জন্য দুআ করতে থাকে।" *(মুসলিম)*

২- ইসলাম মানুষকে অধিক সন্তান গ্রহণ ও অধিক সন্তানদাত্রী নারীকে বিবাহ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এ ব্যাপারে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "তোমরা খুব প্রেমময়ী অধিক সন্তানদাত্রী নারীকে বিবাহ কর। কেননা, আমি মহাপ্রলয় (কিয়ামত) দিবসে তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অন্যান্য উম্মতের উপর ফখর করব।" *(হাদীসটি বিশুদ্ধ)*

৩- ইসলাম জন্ম নিয়ন্ত্রণ করায় অনুমতি প্রদান করে না। তবে স্ত্রীর রোগ থাকলে এবং কোন মুসলিম ডাক্তারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তা করতে পারে। এ ছাড়া মাল-ধন কমে যাবে ও গরীব হয়ে যাবে এই ভয়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা মোটেই বৈধ নয়।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লা বলেন, ﴿اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ﴾

অর্থাৎ, "শয়তান তোমাদেরকে অভাব-অনটনের ভয় দেখায়। *(সূরা বাক্বারাহ)*

৪- ইসলামের দুশমনরা মুসলিমদের জনসংখ্যা হ্রাস করতে নিতান্ত আগ্রহী ও সচেষ্ট। পক্ষান্তরে তারা নিজেদের জনসংখ্যা ও প্রজন্ম বৃদ্ধির জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে; যাতে

মুসলিমদের চেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পারে এবং মুসলিমদেরকে পদদলিত ও লাঞ্ছিত করতে সক্ষম হয়। যেমন, মিসর ইত্যাদি মুসলিম রাষ্টগুলির বাস্তব চিত্র। তারা এই অপকৌশলের নাম রেখেছে 'পরিবার পরিকল্পনা।' এই নিমিত্তে তারা মুসলিমদেরকে এক টুকরা রুটি দেওয়ার স্থলে বিনামূল্যে গর্ভনিরোধ ট্যাবলেট দিতে শুরু করেছে। এতে তারা ওদেরকে জন্ম নিয়ন্ত্রণে উৎসাহিত করে থাকে। সুতরাং দ্বীন-বিরোধী এই কর্মের বিপত্তি কি মুসলমানরা অনুধাবন করতে পেরেছে?

নামাযের ফযীলত ও তা ত্যাগ করা হতে ভীতি প্রদর্শন

আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেন,

﴿وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ، أُولَئِكَ فِيْ جَنَّاتٍ مُّكْرَمُوْنَ﴾

অর্থঃ- যারা নিজেদের নামাযের সংরক্ষণ করে। ঐসব লোকেরা সম্মান সহকারে জান্নাতের উদ্যানসমূহে অবস্থান করবে। *(সূরা মাআরজ)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ، إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾

অর্থাৎ- নামায প্রতিষ্ঠা কর। নিঃসন্দেহে নামায অশ্লীল ও কুকর্ম হতে বিরত রাখে। *(সূরা আনকাবুত ৪৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ﴾

অর্থাৎ- অতএব ধ্বংস সেই সকল নামাযীর জন্য যারা তাদের নামায সম্বন্ধে উদাসীন। *(সূরা মাউন ৪-৫ আয়াত)*

(অর্থাৎ নামায হতে গাফেল, যারা (বিনা ওজরে) নির্দিষ্ট সময় হতে বিলম্ব করে নামায আদায় করে।)

আল্লাহ জাল্লা শানুহু আরো বলেন,

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ﴾

অর্থঃ- নিশ্চয় সাফল্য লাভ করেছে ঐ সব মু'মিনরা; যারা নিজেদের নামাযে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে। *(সূরা মু'মিনূন ১-২ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوْا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوْا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾

অর্থঃ- পরন্তু তাদের পর এমন অযোগ্য লোকেরা এল যারা নামাযকে বিনষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং তারা অচিরেই পথভ্রষ্টতার সম্মুখীন হবে। *(সূরা মারয়্যাম ৫৯ আয়াত)*

একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁর সাহাবাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "যদি তোমাদের কারো ঘরের পাস দিয়ে কোন নদী প্রবাহিত হয় আর তার মধ্যে সে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে তাহলে বল, তার শরীরে কোন প্রকার ময়লা অবশিষ্ট থাকবে কি?" সাহবাগণ প্রত্যুত্তরে বললেন, না, তার শরীরে কোন প্রকার ময়লা বাকি থাকতে পারে না। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, "এরূপ উদাহরণ হচ্ছে পাঁচ অয়াক্ত নামাযের ক্ষেত্রে। আল্লাহ তা'আলা এ সব নামাযের কারণে গোনাহসমূহকে মার্জনা করে দিবেন।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, "তাদের

(কাফেরদের) ও আমাদের মাঝে চুক্তি হল নামায। অতএব যে তা পরিত্যাগ করবে সে কাফের হয়ে যাবে।" *(সহীহ, মুসনাদে আহমদ)*

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম অন্যত্র বলেন, "মু'মিন ব্যক্তি এবং শির্ক ও কুফরির মধ্যে পার্থক্য হল নামায পরিত্যাগ করা।" *(মুসলিম)*

ওযু ও নামায শিক্ষা

ওযু ঃ- প্রথমে দুইহাতের আস্তিন কনুই পর্যন্ত উঠাও তারপর (ওযুর নিয়ত করে) বিস্‌মিল্লাহ বল।

১- উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত কর। অতঃপর তিনবার কুল্লি কর এবং নাকে পানি নিয়ে নাক ঝাড়।

২- তারপর মুখমন্ডল ও দুই হাত কনুই সহ তিনবার করে ধৌত কর। প্রথমে ডান হাত তারপর বাম হাত ধোও।

৩- অতঃপর সম্পূর্ণ মাথা উভয় কান সহ মাসাহ কর।

৪- তারপর তিনবার করে দুই পা গাঁট সহ (প্রথমে ডান পা তারপর বাম পা) ধৌত কর।

তায়াম্মুম ঃ- যখন তোমার পক্ষে পানি ব্যবহার ক্ষতিকর হবে এ অবস্থায় নামাযের জন্য ওযুর পরিবর্তে মুখমন্ডল এবং হস্তদ্বয় পবিত্র মাটি দ্বারা মাসাহ করবে।

ফজরের নামায

ফজরের ফরয নামায হল দুই রাকআত। নিয়তের স্থল হল অন্তর।

(প্রকাশ যে, নামাযের নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা অথবা কোন বাঁধা-গড়া নিয়ত বলা বিদআত।)

১- প্রথমে কিব্‌লামুখ হয়ে দাঁড়িয়ে দুই হাত কান বরাবর উঠাও আর বল আল্লাহু আকবার।

২- ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর রাখ এবং পড়,

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ إِلٰهَ غَيْرُكَ.

উচ্চারণ ঃ- সুবহা-নাকাল্লাহুম্মা অবিহামদিকা অতাবা-রাকাস্‌ মুকা অতাআ'লা জাদ্দুকা অলা ইলা-হা গায়রুক।

অর্থ ঃ- হে আল্লাহ! তুমি পাক পবিত্র। তোমারই সমস্ত প্রশংসা। তোমার নাম বরকতপূর্ণ তুমি মহা মর্যাদার অধিকারী। আর তুমি ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই।

(এছাড়া আরো অন্যান্য দুআ যা হাদীসে প্রমাণিত তা পড়া বৈধ।)

প্রথম রাকআতঃ-

প্রথমে নিঃশব্দে আউযু বিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্বা-নির রাজীম ও বিসমিল্লা-হির রাহমা-নির রাহীম পড়বে।

অর্থঃ- আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। পরম করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি যিনি অতি দয়ালু বড় মেহেরবান। অতঃপর সূরা ফাতিহা পড়বে,

﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَالضَّآلِّيْنَ﴾ آمِيْن

অর্থ ঃ- "সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি নিখিল বিশ্বের প্রভু, যিনি অসীম দয়ালু বড় মেহেরবান। বিচার দিনের অধিপতি। আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সঠিক সুপথ প্রদর্শন কর; ঐ সব লোকের পথ যাঁদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ, তাদের পথ নয় যাদের উপর তুমি ক্রোধান্বিত এবং যারা পথভ্রষ্ট।" (কবুল কর।)

তারপর বিসমিল্লা-হির রাহমা-নির রাহীম বলে পড়বে,

﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، اَللهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

অর্থ ঃ- (হে মুহাম্মদ!) বলে দিন তিনি একক আল্লাহ। আল্লাহ নির্ভরস্থল। তিনি কারো জনক নন এবং জাতকও নন, আর কেউ তাঁর সমতুল্য নয়। (অথবা এ সূরা ছাড়া অন্য কোন সূরা পাঠ করবে।)

১- অতঃপর দুইহাত তুলে তকবীর (আল্লাহু আকবার) বলে রুকুতে যাবে এবং দুই হাঁটুর উপর হাত দুটিকে রাখবে। আর তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ সুবহা-না রাব্বিয়াল আযীম, (অর্থাৎ, আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা করছি) বলবে।

২- তারপর উভয় হাত ও মাথা তুলে বলবে,

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

উচ্চারণ ঃ- সামিআল্লা-হু লিমান হামিদাহ্‌। রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ।

অর্থাৎ, "আল্লাহ তার কথা শুনলেন যে তার প্রশংসা করল। হে আল্লাহ আমাদের প্রভু! সমস্ত প্রশংসা কেবলমাত্র তোমারই জন্য।"

৫- তারপর তকবীর (আল্লাহু আকবার) বলে সিজদায় যাবে আর দুইহাতের তেলো, উভয় হাঁটু ,কপাল, নাক এবং দুই পায়ের আঙ্গুলগুলিকে মাটির উপর কিবলামুখী করে রাখবে ও তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلى সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা (অর্থাৎ আমি আমার সুউচ্চ প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা করছি) পড়বে।

৬- অতঃপর আল্লা-হু আকবার বলে প্রথম সিজদা হতে মাথা উঠাবে। উভয় হাতের তেলো হাঁটুর উপর রাখবে এবং নিম্নের দুআটি পড়বে,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ.

উচ্চারণ ঃ- আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী, অরহামনী, অহ্‌দিনী, অআ'ফিনী, অরযুক্‌নী।

অর্থ ঃ- "হে প্রভু! আমাদের ক্ষমা কর। আমার প্রতি দয়া (রহমত) বর্ষণ কর। আমাকে সুপথ দেখাও। আমাকে নিরাপদে রাখ আর আমাকে রিয্‌ক (জীবিকা) দান কর।"

৭- তারপর আল্লাহু আকবার বলে মাটির উপর দ্বিতীয়বার সিজদা কর এবং তিনবার (সুবহা-না রাব্বিয়াল আ'লা) পড়।

দ্বিতীয় রাকআত ঃ-

১- দ্বিতীয় রাকআতে (আল্লাহু আকবার) বলে দন্ডায়মান হও। তারপর আউযু বিল্লাহ, বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি ছোট সূরা পাঠ কর। অথবা কুরআন শরীফ হতে যা সহজ হয় পড়।

২- তারপর রুকু-সিজদা ঠিক সেইভাবেই কর (যেভাবে তুমি প্রথম রাকআতে করেছ। অতঃপর দ্বিতীয় সিজদা করার পর বস ও

ডান হাতের আঙ্গুলগুলোকে মুড়ে নাও আর কেবলমাত্র শাহাদত (তর্জনী) আঙ্গুলকে উঠাও এবং পড়,

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

উচ্চারণঃ- আত্‌তাহিইয়্যা-তু লিল্লা-হি অস্‌সালাওয়া-তু অত্ত্বাইয়িবা-তু আস্‌সালা-মু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু অরাহ্‌মাতুল্লা-হি অবারাকাতুহ্‌, আস্‌সালা-মু আলাইনা অআলা ইবাদিল্লা-হিস স্বালিহীন, আশ্‌হাদু আললা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অআশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহ।

অর্থ ঃ- যাবতীয় মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহর নিমিত্তে। হে নবী! আপনার উপর আল্লাহর শান্তি রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের উপরও এবং আল্লাহর নেক বান্দাগণের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হলেন তাঁর দাস ও প্রেরিত রাসূল।

অতঃপর নবীর উপর দরূদ পাঠ কর,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

উচ্চারণ ঃ- আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউঁ অআলা আলি

মুহাম্মদ, কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা অআলা আ-লি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বা-রিক আলা মুহাম্মাদিউঁ অআলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা বা-রাকতা আলা ইবরাহীমা অআলা আ-লি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থ ঃ- হে আল্লাহ! তুমি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ও তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ কর যেমন, তুমি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত, সম্মানিত। হে আল্লাহ! তুমি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ও তাঁর বংশধরের উপর বরকত নাযিল কর যেমন, তুমি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর বংশধরের উপর নাযিল করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত, সম্মানিত।

৩- তারপর চারটি ফিতনা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে, তা হল নিম্নরূপঃ-

اَللّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

উচ্চারণ ঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিন আযা-বি জাহান্নাম। অমিন আযা-বিল কাব্‌র। অমিন ফিত্‌নাতিল মাহয়্যা অলমামা-ত। অমিন ফিতনাতিল মাসী-হিদ্দাজ্জা-ল।

অর্থ ঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং কানা দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(বুখারী, মুসলিম)*

৪- অতঃপর প্রথমে ডান দিকে তারপর বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে বল,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ.

(আস্‌সালা-মু আলাইকুম অরাহ্‌মাতুল্লা-হ)

অর্থাৎ, তোমাদের উপর শান্তি ও আল্লাহর করুণা বর্ষণ হোক।

নামাযের রাকআতসমূহের তালিকা

নামায	ফরযের পূর্বে সুন্নত	ফরয	ফরযের পর সুন্নত
ফজর	২ রাকআত	২ রাকআত	০
যোহর	২ বা ৪ রাকআত	৪ রাকআত	২ রাকআত
আসর	২ বা ৪ রাকআত নফল	৪ রাকআত	০
মাগরিব	২ রাকআত নফল	৩ রাকআত	২ রাকআত
এশা	২ রাকআত নফল	৪ রাকআত	২ রাকআত সুন্নত, ৩ রাকআত বিতর
জুমআহ	২ রাকআত তাহিয়্যাতুল মাসজিদ	২ রাকআত	বাড়িতে পড়লে ২ ও মসজিদে পড়লে ২+২=৪ রাকআত

নামাযের কিছু আহকাম

১- সুন্নতে কাবলিয়া ঃ- যা ফরয নামাযের পূর্বে পড়া হয় ও সুন্নতে বা’দিয়াঃ- যা ফরয নামাযের পর পড়া হয়।

২- ধীর স্থির মনোযোগ সহকারে দন্ডায়মান হবে, সিজদার স্থানে দৃষ্টি রাখবে এবং এদিক সেদিক তাকাবে না।

৩- যখন ইমামের কেরাত শুনবে না তখন সূরা পড়। আর জেহরী (সশব্দ ক্বেরাত পড়া) নামাযে ইমামের চুপ থাকা অবস্থাগুলিতে সূরা ফাতিহা পড়ে নাও।

৪- জুমআর ফরয নামায হল দুই রাকআত। আর তা হল

খুৎবার পর এবং মসজিদে ছাড়া অন্য স্থানে আদায় বৈধ নয়।

৫- মাগরিবের ফরয নামায হল তিন রাকআত। দুই রকআত ঐভাবে পড় যে ভাবে তুমি ফজরের নামায পড়েছ এবং দুই রাকআতের শেষে 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়ে সালাম না ফিরে দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলে তৃতীয় রাকআতের জন্য উঠে দাঁড়াবে আর কেবলমাত্র সূরা ফাতিহা পড়বে ও ঠিক ঐ পদ্ধতিতে নামায সম্পন্ন করবে যে পদ্ধতি ফজরের নামাযে শিখেছ। তারপর ডান ও বাম দিকে সালাম ফিরবে আর বলবে, (আস্‌সালা-মু আলাইকুম অরাহ্‌মাতুল্লা-হ্)

৬- যোহর, আসর ও এশার ফরয হল চার রাকআত করে। যে ভাবে ফজরের নামায আদায় করেছ সে ভাবেই দুই রাকআত পড়বে এবং 'আত্তাহিয়্যাতু' সম্পূর্ণ পড়ার পর সালাম না ফিরে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতের জন্য উঠে পড়বে আর কেবল মাত্র বাকী দুই রাকআতে সূরা ফাতিহা পড়বে। এই ভাবে ডান ও বাম দিকে সালাম ফিরে নামায সমাপ্ত করবে।

৭- বিত্‌র হল তিন রাকআত। দুই রাকআত পড়ে সালাম ফিরবে। তারপর এক রাকআত ভিন্নভাবে পড়ে সালাম ফিরবে। (কিংবা তিন রাকআত একটানা মাঝে না বসে এক সালামে পড়বে।) আর এতে রুকুর পূর্বে অথবা পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হতে প্রমাণিত দুআ পড়া উত্তম, তা হল নিম্নরূপ।

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِيْ

وِلاَ يُقْضى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ، وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ
تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাহদিনী ফী মান হাদাইত, অআ'ফিনী ফী মান আ'ফাইত, অতাঅল্লানী ফীমান তাঅল্লাইত, অবা-রিকলী ফীমা আ'ত্বাইত, অক্বিনী শার্রামা ক্বাযাইত, ফাইন্নাকা তাক্বযী অলা ইয়ুক্বযা আলাইক, ইন্নাহু লা ইয়াযিল্লু মাউ ওয়া-লাইত, অলা ইয়াইয্যু মান আদাইত, তাবারাকতা রাব্বানা অতা'লাইত।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হেদায়াত করে তাদের দলভুক্ত কর যাদেরকে তুমি হেদায়াত করেছ। আমাকে নিরাপদে রেখে তাদের দলভুক্ত কর যাদেরকে তুমি নিরাপদে রেখেছ। আমার (সকল কাজের) তুমি তত্ত্বাবধান করে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর যাদের তুমি তত্ত্বাবধান করেছ। তুমি আমাকে যা কিছু দান করেছ তাতে বরকত দান কর। আমার ভাগ্যে তুমি যা ফায়সালা করেছ তার মন্দ থেকে রক্ষা কর। কারণ, তুমিই ফায়সালা করে থাক এবং তোমার উপর কারো ফায়সালা চলে না। নিশ্চয় তুমি যাকে ভালবাস সে লাঞ্ছিত হয় না এবং যাকে মন্দ বাস সে সম্মানিত হয় না। তুমি বরকতময় হে আমাদের প্রভু! এবং সুমহান।

৮- নামাযে দাঁড়িয়ে তকবীর দিয়ে ইমামের অনুকরণ করবে যদিও তুমি তাকে রুকু অবস্থায় পেয়ে থাক। অতএব যদি ইমামকে রুকু অবস্থায় পাও তাহলে সেটা তোমার রাকআত হিসাবে গণ্য করা হবে। অন্যথা যদি রুকু অবস্থায় না পাও তাহলে তা রাকআত বলে গণ্য হবে না।

৯- ইমামের সহিত শামীল হয়ে যদি তুমি দেখ যে, এক রাকআত বা একাধিক রাকআত নামায ছুটে গেছে তাহলে তাঁর নামাযের

শেষাংশেই অনুকরণ কর এবং তাঁর সহিত সালাম না ফিরে দাঁড়িয়ে যাও ও অবশিষ্ট নামায (রাকআত)গুলি পূর্ণ করে নাও।

১০- নামাযে তাড়াহুড়া করবে না। কারণ, এতে নামায নষ্ট হয়ে যায়।

একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এক ব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি নামায পড়তে দেখে তাকে বললেন, তুমি ফিরে গিয়ে পুনরায় নামায আদায় কর। কারণ, তুমি প্রকৃতপক্ষে নামায পড়নি। এইরূপ তিনবার ফিরিয়ে দেওয়ার পর সে তৃতীয় বারে আল্লাহর রসূলকে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে ভালভাবে শিখিয়ে দিন। সুতরাং তিনি বললেন, "তুমি যখন রুকু করবে তখন ধীরতা ও স্থিরতা অবলম্বন করবে। তারপর যখন রুকু হতে মাথা উঠাবে তখন সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তারপর স্থিরভাবে সিজদা করবে। তারপর সিজদা হতে মাথা উঠিয়ে স্থিরভাবে বসবে।" *(বুখারী, মুসলিম)*

১১- যদি তোমার নামাযে কোন ওয়াজেব ছুটে যায়; যেমন প্রথম বৈঠক (অর্থাৎ তাশাহহুদের জন্য বসা) অথবা নামাযে রাকআতের সংখ্যায় সন্দেহ জাগে তাহলে তুমি কম সংখ্যক রাকআতের উপর নির্ভর করবে এবং নামাযান্তে দুই সিজদা করে সালাম ফিরবে। একে সহু সিজদা বলা হয়।

১২- নামায অবস্থায় বেশী নড়া-চড়া করবে না। কেননা, এ হচ্ছে বিনয় ও নম্রতার পরিপন্থী এবং কখনো তা নামায নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে যখন নড়া-চড়া অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় হয়।

১৩- এশার নামাযের সর্বশেষ সময় অর্ধেক রাত্রি; অর্থাৎ রাত্রি ১২ টা পর্যন্ত। বিশেষ কারণ ব্যতীত রাত ১২ টার পর এশার

নামায আদায় করা জায়েয নয়। আর বিত্র নামাযের সময় ফজরের রেখা উদয় হওয়া পর্যন্ত।

নামায প্রসঙ্গে হাদীসসমূহ

১- আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ইরশাদ করেন, "তোমরা সেইভাবে নামায পড়বে যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখবে।" *(বুখারী)*

২- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন বসার পূর্বে দুই রাকআত নামায পড়ে নেয়।" (এই নামাযকে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ বলা হয়।)

৩- প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "তোমরা কবরের উপর বসবে না। আর সে দিকে মুখ করে নামায আদায় করবে না।" *(মুসলিম)*

৪- নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, "যখন নামাযের জন্য একামত হয়ে যাবে তখন ফরয নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায পড়া যাবে না।" *(মুসলিম)*

৫- অন্যত্র আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, "আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, নামায অবস্থায় আমি যেন কাপড় না গুটাই।"

ইমাম নওবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই হাদীসে জামার আস্তিন (হাতা) অথবা কোন রকম কাপড় গুটিয়ে নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে।

৬- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন,

"তোমরা নিজেদের কাতারগুলো সোজা করে নাও। আর পরস্পরে মিলিত হয়ে দাঁড়াও।"

হযরত আনাস (রাজিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "আমাদের প্রত্যেকে একে অপরের কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলিয়ে দাঁড়াতাম।" *(বুখারী)*

৭- আল্লাহর হবীব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আরো বলেছেন, "যখন নামাযের একামত হয়ে যাবে তখন তোমরা দৌড়ে (তাড়াহুড়ো) করে আসবে না। বরং ধীর-স্থিরভাবে আসবে। অতঃপর যত রাকআত পাবে ইমামের সহিত পড়ে নিবে। আর যা ছুটে যাবে তা পূর্ণ করে নিবে।" *(বুখারী, মুসলিম)*

৮- তিনি আরো বলেন, "যখন তুমি সিজদা করবে তখন উভয় হাতের তেলো জমীনে রেখে উভয় কনুইকে উঁচু করে উঠিয়ে রাখবে।" *(মুসলিম)*

৯- অন্যত্র তিনি বলেন, "আমি তোমাদের ইমাম অতএব আমার আগে আগে তোমরা রুকু-সিজদা করবে না।" *(মুসলিম)*

১০- তিনি আরো বলেন, "মহা প্রলয় দিবসে (কিয়ামতে) সর্ব প্রথম নামাযের হিসাব নেওয়া হবে। অতএব নামায যদি সঠিক হয় তাহলে তার সমস্ত আমলও সঠিক হবে। আর নামায যদি ত্রুটিময় হয় তাহলে তার সমস্ত আমলেও ত্রুটিপূর্ণ থেকে যাবে।" *(ত্বাবারানী ও যিয়া। শায়খ নাসেরুদ্দীন আলবানী হাফিযাহুল্লাহ ও আরো অনেকে বিভিন্ন সূত্র হতে বর্ণিত হওয়ার দরুন হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন।)*

জুমআহ ও জামাতে নামায পড়ার আবশ্যকতা

জুমআর নামায ও জামাআতে নামায পড়া পুরুষের উপর ওয়াজেব। তার প্রমাণসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হল।

১- আল্লাহ জাল্লা শানুহ বলেছেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾

অর্থ ঃ- "হে ঈমানদারগণ! জুম্‌আর দিন নামাযের জন্য যখন ডাক দেওয়া হবে তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের প্রতি দৌড়ে এস এবং বেচা-কেনা ত্যাগ কর। এ হল তোমাদের জন্য অতি উত্তম যদি তোমরা তা জান।" *(সূরা জুমআহ ৯ আয়াত)*

২- এ ব্যাপারে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "আমার ইচ্ছা হয়, আমি কতিপয় যুবককে এক বোঝা কাষ্ঠ যোগাড় করতে নির্দেশ দিই। অতঃপর ঐসব লোকের ঘরে যাই যাদের কোন ওযর নেই (তবুও জামাআতে উপস্থিত হয় না) তাদের ঘর জ্বালিয়ে ছারখার করে দিই।" *(মুসলিম)*

৩- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আরো বলেন, " যে ব্যক্তি আযান শ্রবণ করে কিন্তু কোন ওযর ব্যতীত মসজিদে উপস্থিত হয় না, তার নামায হবে না।" (ওযর যেমন, ভয় কিংবা অসুস্থতা প্রভৃতি।) *(সহীহ ইবনে মাজাহ)*

৪- একদা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর নিকট একজন অন্ধ ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! মসজিদে পৌঁছানোর মত কোন ব্যক্তি আমার নেই। তাই সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কাছে জামাআতে না আসার অনুমতি চাইল। অতঃপর তিনি তাকে বাড়িতে নামায পড়ার অনুমতি দিলেন। অনুমতি লাভ করে সে বাড়ি রওনা হচ্ছিল এমতাস্থায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি আযান শুনতে পাও?" উত্তরে বলল হ্যাঁ! এই উত্তর শুনে হুযুর নির্দেশ

দিলেন, "তাহলে তোমাকে অবশ্যই জামাআতে হাযির হয়ে নামায পড়তে হবে।" *(মুসলিম)*

৬- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি গোসল করে জুমআর নামায আদায় করার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হল, সম্ভবমত নফল নামায পড়ল, ইমামের খুৎবা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত নীরবতা অবলম্বন করল, অতঃপর তার সহিত নামায আদায় করল সে ব্যক্তির এক জুমআহ হতে অন্য জুমআহ পর্যন্ত বরং আরও অতিরিক্ত তিন দিনের পাপ মোচন হয়ে যায়।" *(মুসলিম)*

আমি কিভাবে পূর্ণ নিয়মানুসারে জুমআর নামায আদায় করব

১- জুমআর দিন গোসল করব ও নখগুলি কাটব অতঃপর ওযু করে সুগন্ধি লাগিয়ে পরিষ্কার পরিছন্ন কাপড় পরিধান করব।

২-কাঁচা পিয়ায অথবা রসূন ভক্ষণ করবো না, ধুম্রপান করবো না। আর দাঁতন অথবা মাঁজন দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে নিব।

৩- মসজিদ প্রবেশ করা মাত্র দুই রাকআত নামায আদায় করব; যদিও খতীব সাহেব মিম্বরে খুৎবা পাঠরত অবস্থায় থাকেন। কেননা, এ ব্যাপারে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর নির্দেশ বিদ্যমান । তিনি বলেন, "ইমামের খুৎবা দেওয়া অবস্থায় তোমাদের কেউ যদি মসজিদে প্রবেশ করে তবে সে যেন হালাকাভাবে দুই রাকআত নামায আদায় করে নেয়।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

৪- ইমামের খুৎবা শ্রবণ করার জন্য বসে পড়ব। কোন প্রকার কথাবার্তা বলব না।

৫- ইমামের অনুসরণ করে জুমআর দুই রাকআত ফরয নামায আদায় করব। (নিয়তের জায়গা হল অন্তর।)

৬- জুমআর পর চার রাকআত সুন্নত পড়ব অথবা ঘরে ফিরে দুই রাকআত আদায় করব। আর এটাই হল উত্তম।

৭- জুমআর দিন বেশী বেশী করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর উপর দরূদ পাঠ করব।

৮- জুমআর দিন অধিকভাবে দুআ করব। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "জুমআর দিনে এমন একটি সময় আছে, সে মুহূর্তে যদি কোন মুসলমান আল্লাহর নিকট উত্তম কোন বস্তু চায় তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে তা দান করেন।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

গান বাজনা সম্পর্কে ধর্মীয় বিধান

১- আল্লাহ জাল্লা শানুহ বলেন,

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ﴾

অর্থাৎ, "একশ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ (ভ্রষ্ট) করার উদ্দেশ্যে অজ্ঞভাবে অসার কথাবার্তা সংগ্রহ করে এবং তা নিয়ে ঠাটা বিদ্রূপ করে, তাদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। *(লোকমান ৬ আয়াত)*

অধিকাংশ মুফাস্‌সিরগণ উক্ত আয়াতে যে لهو الحديث শব্দটি ব্যবহার হয়েছে তার অর্থ গান বলেছেন। ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, এর অর্থ হল গান। হাসান বাসরী বলেন, উপরোল্লেখিত

আয়াতটি গান-বাজনা সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।

২- মহান আল্লাহ্ শয়তানকে উদ্দেশ করে বলেন,

﴿وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ﴾

অর্থাৎ, তুই যাকে নিজের কণ্ঠ দ্বারা ভুলাতে পারিস্ ভুলিয়ে নে। *(সূরা ইসরা)*

৩- এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "আমার উম্মতে এমন এক দল লোক হবে যারা ব্যভিচার, রেশমের কাপড়, মদ্য, বাজনা (মিউজিক)কে বৈধ মনে করবে। *(বুখারী ও আবু দাউদ)*

অর্থাৎ, মুসলমানদের মাঝে এমন এক দল লোক হবে যারা ব্যভিচার করা, খাঁটি রেশমের পোষাক পরা, মদ্যপান করা এবং গান-বাজনা করা ও শোনাকে বৈধ মনে করবে অথচ তা হচ্ছে অবৈধ।

বাদ্যযন্ত্র ঃ- ঐ সমস্ত যন্ত্র; যা গান-বাজনায় ব্যবহার করা হয় যেমন সারঙ্গী, বাঁশরী, ঢোল-তবলা, ডুগ্‌ডুগি, একমুখো ঢোল প্রভৃতি। এমন কি ঘন্টাও এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, এ ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, ঘন্টা শয়তানের বাঁশি। *(মুসলিম)*

উপরোক্ত হাদীস ঘন্টার মধ্যে বাজনা পাওয়ার জন্যই তার ব্যবহার মকরূহ হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে। এটাকে লোকেরা পশুর গলদেশে ঝুলিয়ে রাখতো। আর এ জন্যও যে, এটা সেই বাঁশির অনুরূপ যা খৃষ্টানরা ব্যবহার করে থাকে। তবে ঘন্টার পরিবর্তে বুলবুলের কণ্ঠস্বর জাতীয় শব্দ দ্বারা কাজ নেওয়া যেতে পারে।

৪- কিতাবুল কাযায় ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) হতে উদ্ধৃত হয়েছে যে, গান হচ্ছে জঘণ্যতম অসারতা যা বাতিলের অনুরূপ হয়। যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে তা অধিকহারে ব্যবহার করে সে এক মস্ত নির্বোধ তার কোন বিষয়ে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

বর্তমান যুগের গান

১- বর্তমানে বিবাহ উৎসব ও নানা অনুষ্ঠানে এবং বেতার-কেন্দ্রে পরিবেশিত গানের অধিকাংশেই প্রেম ভালবাসা, চুম্বন, অবৈধ মেলামেশা, নারীদের গাল ও অন্যান্য দেহাঙ্গের বর্ণনা হয়ে থাকে। যা যুবকদের যৌন উত্তেজনাকে বৃদ্ধি করে তোলে। তাদেরকে অশ্লীলতা ও ব্যভিচারের প্রতি উৎসাহ যোগায় এবং তাদের চরিত্রকে নষ্ট করে ফেলে।

২- গান-বাজনা যদি শিল্পী গায়ক-গায়িকার মাধ্যমে পরিবেশিত হয় তবে তার বিপর্যয় অনেক বেশী। যারা শিল্প ও ড্রামার নামে জন সাধারণের অর্থ লুটে নেয়। আর ঐ অর্থ নিয়ে ইউরোপে গিয়ে বাড়ি-গাড়ি ক্রয় করে থাকে। যারা তাদের চিত্তাকর্ষক গান ও যৌন উত্তেজনামূলক সিনেমার মাধ্যমে জনসাধারণের চরিত্র নষ্ট করে। যাদেরকে নিয়ে বহু যুবকদল উন্মত্ততায় পতিত হয় এবং আল্লাহকে ছেড়ে তাদেরকে ভালোবেসে থাকে। এমন কি ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় বেতার কেন্দ্রের এক ঘোষক মুসলিম যোদ্ধাদের বলেছিল, 'তোমরা লড়ায়ে অগ্রসর হও। তোমাদের সঙ্গে অমুক অমুক গায়ক-গায়িকা (শিল্পী) রয়েছে!' যার ফলে দুরাচার ইহুদীদের কাছে তারা দারুণভাবে পরাজিত হল। অথচ তাদের সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বলা উচিত ছিল যে, 'তোমরা অগ্রসর হও আল্লাহ তাঁর সাহায্য নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আছেন।'

১৯৬৭ তে ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পূর্বে এক গায়িকা ঘোষণা দিল যে, তার মাসিক প্রোগ্রাম যা কায়রোতে অনুষ্ঠিত হত তাতে আমরা বিজয়ী হলে তা (ইজরাঈলের রাজধানী) তেলআবীবে

অনুষ্ঠিত হবে। পক্ষান্তরে ইহুদীরা বাইতুল মাকদাসের কান্নার দেওয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের বিজয়ের জন্য আল্লাহর শুক্র (কৃতজ্ঞতা) জ্ঞাপন করল!

৩- এমন কি দ্বীনী গান (?)ও নোংরামী হতে মুক্ত নয়। আপনি লক্ষ্য করুন গায়ক কি বলে,

وقيل كل نبي عند رتبته + ويا محمد هذ العرش فاستلم

কবিতার অর্থ হল,

প্রত্যেক নবীর জন্য নিজস্ব মর্যাদা রয়েছে,
আর হে নবী! আপনি আরশের অধিপতি হয়ে যান।

এই গানের শেষাংশে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছে যা বাস্তবের পরিপন্থী।

গান-বাজনা হতে বাঁচার উপায়

১- রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতিতে প্রচারিত গান-বাজনা শ্রবণ হতে বিরত থাক। বিশেষ করে অশ্লীল ও মিউজিক মিশ্রিত গান শুনা হতে দূরে থাক।

২- গান বাজনা থেকে বিরত থাকার উত্তম উপায় হল আল্লাহর যিক্র-আযকার ও কুরআন তিলাঅত করা। বিশেষ করে সূরা বাকারাহ পাঠ করা। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, "যে বাড়িতে সূরা বাক্বারাহ পাঠ করা হয়, সে বাড়ি হতে শয়তান পলায়ন করে থাকে।" *(মুসলিম)*

আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ

وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾

অর্থ ঃ- হে মানব সম্প্রদায়! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর কাছ থেকে উপদেশ এসে গেছে। এ হচ্ছে অন্তরের প্রত্যেক রোগ নিরাময়কারী এবং মুমেনদের জন্য হেদায়ত ও রহমত। *(সূরা ইউনুস)*

৩- প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর জীবনী ও মহান চরিত্র এবং সাহাবাগণের ইতিহাস পাঠ করা ইত্যাদি।

বৈধ গান-বাজনা

১- ঈদের দিন গান গাওয়া বৈধ যার প্রমাণ হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র বর্ণিত নিম্নের হাদীসঃ-

একদা নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র নিকট গমন করলে দেখেন, দুটি ছোট্ট বালিকা দুটি দুফ (ঢপ্ঢপে শব্দবিশিষ্ট একমুখো ঢোলক) বাজিয়ে গান করছিল। এমতাবস্থায় হযরত আবু বাকার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এসে তাদেরকে ধমক দিতে লাগলেন। তখন আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আবু বাকারকে বললেন, "ওদেরকে ছেড়ে দাও। কেননা, প্রত্যেক জাতির জন্য ঈদ ও খুশীর দিন রয়েছে। আজ হচ্ছে আমাদের ঈদ ও খুশীর দিন।" *(বুখারী)*

২- বিবাহের উৎসবের প্রচার ও তাতে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে দুফ বাজিয়ে গান গাওয়া বৈধ। এর প্রমাণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর বাণী; তিনি বলেন, "হালাল (বিবাহ) ও হারাম (ব্যভিচার) এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী হল দুফ বাজানো এবং

বিবাহ প্রচার করা।” দুফ (একমুখো ঢোলক) বাজানো একমাত্র অল্পবয়স্কা বালিকাদের জন্য বৈধ।

কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে মানুষকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ধর্মীয় গীত গাওয়া বৈধ; বিশেষ করে ঐ প্রকার কবিতা বা গীত যাতে দুআ থাকে। যেমন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ইবনে রাওয়াহার কবিতা পাঠ করে খন্দক খননে সাহাবাদেরকে উৎসাহিত করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন,

اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة + فاغفر للأنصار والمهاجرة

অর্থ ঃ- হে আল্লাহ! পরকালের জীবনই প্রকৃত জীবন। অতএব আনসার ও মুহাজিরগণকে ক্ষমা করুন।

প্রত্যুত্তরে আনসার ও মুহাজিরগণ নিম্নের কবিতা পাঠ করেছিলেন-

نحن الذين بايعوا محمدا + على الجهاد ما بقينا أبدا

অর্থাৎ, আমরা ঐ জাতী যারা, পৃথিবীতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর সাথী হয়ে আমরণ জিহাদ করার অঙ্গীকার করেছি।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম স্বীয় সঙ্গীদের সাথে খন্দক খনন করছিলেন এবং আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহার কবিতা উচ্চস্বরে পড়ছিলেন ঃ-

والله لولا الله ما اهتدينا + ولا صمنا لا صلينا

فأنزلن سكينة علينا + وثبت الأقدام إن لاقينا

والمشركون قد بغوا علينا + إذا أرادوا فتنة أبينا

অর্থ ঃ- আল্লাহর শপথ, যদি তিনি আমাদেরকে সঠিক পথ না দেখাতেন তাহলে আমরা পথপ্রাপ্ত হতাম না। রোযা পালন করতাম না এবং নামায ও পড়তাম না। হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি শান্তি বর্ষণ কর। আর আমরা যখন শত্রুদের সম্মুখীন হব তখন আমাদের পদযুগল সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রেখ। মুশরিকগণ তো আমাদের উপর অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি করেছে। তারা যখন আমাদেরকে ফিৎনায় নিমজ্জিত করতে চায় তখন আমরা তা অস্বীকার করি। 'আমরা তা অস্বীকার করি' বাক্যটি তিনি বারবার উচ্চস্বরে পড়ছিলেন।

৪- ঐ সব গান গাওয়া বৈধ যাতে আল্লাহর একত্ববাদ অথবা আল্লাহর রসূলের ভালবাসা ও তাঁর গুণাবলীর বর্ণনা হয়েছে। কিংবা যাতে আল্লাহর পথে জিহাদ করা ও তাতে অবিচল থাকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং সৎচরিত্র গঠনের কথা বলা হয়েছে, বা যাতে মুসলমানদের পরস্পরের মাঝে সম্প্রীতি ও সাহায্যের আহ্বান থাকে বা যাতে ইসলামের গুণবৈশিষ্ট্য ও মৌলিক কথা প্রভৃতির আলোচনা হয়েছে; যদ্বারা সমাজের ধর্মীয় এবং চারিত্রিক অবস্থার উন্নতি সাধন হতে পারে ইত্যাদি।

৫- বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে কেবল মাত্র দুফ্ নামক একমুখো ঢপঢপে শব্দবিশিষ্ট ঢোলক দ্বারা ঈদের দিন গান গাওয়া কেবলমাত্র ছোট বালিকাদের জন্য বৈধ। তবে যিক্র-আয্কার করতে তা ব্যবহার করা মোটেই বৈধ নয়। কারণ, এই প্রকার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বা তাঁর পরবর্তী সাহাবায়ে কেরামের কেউই এরূপ করেন নি। কিছু সংখ্যক সূফীবাদীরা নিজেদের জন্য এ (দুফ বাজানো)কে জায়েয করে নিয়েছে। অথচ প্রকৃতিপক্ষে তা হল বিদআত

(শরীয়তে নব আবিষ্কার)।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এ প্রসঙ্গে বলেন, "দ্বীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করা হতে বিরত থাক। কেননা, দ্বীনে প্রত্যেক নব উদ্ভাবন হচ্ছে বিদআত। আর প্রত্যেক বিদআতই হচ্ছে পথভ্রষ্টতা। *(হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করে হাসান ও সহীহ বলেছেন।)*

ছবি ও মূর্তির ব্যাপারে ইসলামী বিধান

ইসলাম সর্বপ্রথম মানুষকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের প্রতি এবং ছবি ও মূর্তিরূপী ওলী-বুযুর্গ প্রভৃতি গায়রুল্লাহর পূজা বর্জন করার প্রতি মানুষকে আহ্বান করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ইসলামী আহ্বান যে কাল থেকে আল্লাহ মানব জাতির পথ প্রদর্শনের জন্য রাসূলগণকে প্রেরণ করেন সে কাল হতে তা প্রাচীন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ﴾

অর্থাৎ, আর আমি প্রত্যেক উম্মতের মাঝে একজন করে রসূল পাঠিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতের পূজা হতে দূরে থাক। *(সূরা নাহ্‌ল ৩৬ আয়াত)*

তাগূত বলা হয় আল্লাহ ব্যতীত প্রত্যেক পূজ্যমান ব্যক্তিকে; যে তার এই পূজায় রাজি থাকে।

মূর্তি ও প্রতিমা সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে সূরা নূহে। ঐ মূর্তিগুলি যে কতিপয় সৎ ব্যক্তিদেরই ছিল তার সব চাইতে বড় প্রমাণ হল যা ইমাম বুখারী ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে

নিম্নলিখিত আয়াতের তফসীরে বর্ণনা করেছেন,

﴿وَقَالُوْا لاَ تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَداًّ وَلاَ سُوَاعاً وَلاَ يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْراً، وَقَدْ أَضَلُّوْا كَثِيْراً﴾

অর্থাৎ, তারা বলল, 'তোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না অদ্দ, সুয়া, ইয়াগূস ইয়াউক ও নসরকে।' অথচ তারা অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। *(সূরা নূহ ২৩ আয়াত)*

ইবনে আব্বাস বলেন, "এ সমস্ত নাম হচ্ছে নূহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের কতিপয় সৎ ব্যক্তির। এদের মৃত্যুর পর শয়তান তাদের স্বগোত্রের লোকদের অন্তরে এই কুমন্ত্রণা দিল যে, তারা যে সব স্থানে বসতো সে সব স্থানে তাদের মূর্তি স্থাপন করে তাদের নামেই নামকরণ কর। অতএব তারা তাই করল কিন্তু তারা ঐ সমস্ত মূর্তির পূজা পাঠ করতো না। অতঃপর যখন এরা মৃত্যুবরণ করল এবং মানুষের ইল্‌ম (দ্বীনী জ্ঞান) বিলীন হল তখন পরবর্তীকালের লোকেরা তাদের পূজাপাঠ আরম্ভ করে দিল।

এই ঘটনা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, বুজুর্গ, অলী ও নেতাদের মূর্তিই হচ্ছে গায়রুল্লাহর ইবাদত ও পূজা সূচনার অন্যতম প্রধান কারণ।

বর্তমান যুগে অনেকের ধারণা যে, এ প্রকার মূর্তি বিশেষতঃ ছবি বৈধ হয়ে গেছে। কেননা, আজকের যামানায় কোন ব্যক্তি ছবি বা মূর্তির পূজা করে না। অথচ এ হল অবাস্তব কথা। এটা কয়েকটি কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণগুলো নিম্নে বর্ণিত হল।

১- বর্তমানে ছবি ও মূর্তির পূজা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। সুতরাং গির্জা ঘরে আল্লাহ ব্যতীত ঈসা (আঃ) ও তাঁর মাতা মারয়ামের উপাসনা করা হচ্ছে; এমন কি খ্রীষ্টানরা ক্রুশের সামনে মাথানত

করে থাকে।

এছাড়া ঈসা (আঃ) ও মারয়ামের কারুকার্যময় ছবি চড়া দামে বিক্রি করা হয়; যা তারা উপাসনা (পূজা)র উদ্দেশ্যে তথা সম্মানার্থে ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখে।

২- যে সমস্ত দেশ আর্থিক দিক দিয়ে উন্নত, কিন্তু আধ্যাত্মিক হিসাবে জনগণ অনুন্নত সেখানে তাদের নেতাদের মূর্তির সম্মুখে তারা সম্মানার্থে মাথা নগ্ন ও নত করে অতিক্রম করে। যেমন আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটনের মূর্তি, ফ্রান্সে নেপোলিয়ানের মূর্তি এবং রাশিয়ায় লেলিন ও ষ্ট্যালিনের মূর্তি। এ ছাড়া বিভিন্ন সড়কে স্থাপিত বহু মূর্তি যাদের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রমকারী পথিকদল তাদের সামনে মাথা নত করে। কিছু সংখ্যক আরবদেশও কাফেরদের অনুকরণ করে রাস্তা-ঘাটে মূর্তি স্থাপন করেছে। এবং এখনো পর্যন্ত বিভিন্ন আরবদেশ ও মুসলিম দেশে মূর্তি স্থাপন করা হচ্ছে। অথচ তাদের জন্য এ সমস্ত ধন-সম্পদ মসজিদ-মাদ্রাসা, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল ও জনকল্যাণমূলক সাংগঠনিক কাজে ব্যয় করা ওয়াজেব ছিল; যাতে ব্যয়িত ঐ মালের উপকার ব্যাপক হত। পরন্তু এই সমস্ত সৎকাজ নেতাদের নামে করলেও তাতে কোন ক্ষতি ছিল না।

৩- এই স্থাপিত মূর্তি দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তাদের জন্য মাথানত করা হবে এবং তা সম্মানিত ও পূজিত হবে। যেমনটি ইউরোপ, তুরস্কো প্রভৃতি দেশে ঘটছে; যাদের পূর্বেই প্রাচীন যুগে নূহ আলাইহিস সালাম এর সম্প্রদায়ের লোকেরা করেছে। তারা সৎ লোকেদের মূর্তি স্থাপন করে তাদের সম্মানে অতিরঞ্জন করে পূজা আরম্ভ করেছিল।

৪- আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)কে নির্দেশ দিয়ে বলেন, "কোন মূর্তি তোমার দৃষ্টিতে পড়লে তুমি তাকে ভেঙে চুর্ণ-বিচুর্ণ করে ফেলবে। আর কোন উচ্চ কবর পরিলক্ষিত হলে তা মাটি বরাবর করে দিবে।"

আর এক অন্য বর্ণনায় এসেছে, "যদি কোন ছবি দেখতে পাও তাহলে তা নিশ্চিহ্ন করে দিও।" *(সহীহ মুসলিম)*

বৈধ ছবি ও মূর্তি

১- বৃক্ষ, তারকা, সূর্য, চন্দ্র, পাহাড়, পাথর, সমুদ্র, নদী ও মনোরম দৃশ্যাবলী এবং পবিত্র স্থানসমূহের ছবি। যেমন কাবা ঘর, মসজিদে নববী, মসজিদে আকসা ও অন্যান্য মসজিদ -যা মানুষ ও প্রাণীর ছবি হতে মুক্ত -এই সমস্ত ছবি আঁকা, তোলা বা রাখা বৈধ।

এর প্রমাণ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস। তিনি একজনকে বলেছিলেন, "যদি ছবি আঁকা একান্ত প্রয়োজনীয় মনে কর তাহলে গাছপালা বা এমন ছবি আঁকবে যাতে কোন আত্মা নেই।"

২- পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স কার্ড অথবা অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে ছবি তোলা বা রাখা জায়েয।

৩- খুনী, চোর-ডাকাত প্রভৃতি অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের ছবি নেওয়া বৈধ। অনুরূপ শিক্ষা অর্জন; যেমন ডাক্তারী বা চিকিৎসার ক্ষেত্রে ছবি অঙ্কন করা ও নেওয়া প্রয়োজনে বৈধ।

৪- ছোট মেয়েদের জন্য কাপড়ের টুকরা দ্বারা বাড়িতে ছোট বালিকার (বউ) আকারে তৈরী করা পুতুল বৈধ। যাকে বালিকারা কাপড়াদি পরিয়ে থাকে, তার পরিচ্ছন্নতার প্রতি খেয়াল রাখে এবং ঘুম পাড়ায়। এ প্রকার (খেলনা পুতুল) এই কারণে বৈধ যে, যাতে করে তারা সন্তান প্রতিপালন ইত্যাদির শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করে; যা মা হবার সময় কাজে লাগাতে পারবে। এ ব্যাপারে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর হাদীস আমাদের দলীল। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর নিকট পুতুল নিয়ে খেলতাম।

তবে কিন্তু শিশুদের জন্য বিদেশী পুতুল (খেলনা) ক্রয় করা মোটেই বৈধ নয়; বিশেষ করে মেয়েদের নগ্ন ও অশ্লীল আকৃতি-বিশিষ্ট পুতুল বৈধ নয়। কারণ, এ প্রকার খেলনা থেকে তারা কুশিক্ষা পাবে এবং তাদের (দেহাকৃতিতে) অনুকরণ করবে। আর এতে তারা সমাজে বিপর্যয় ঘটাবে। এছাড়া নিজেদের মালধন ইহুদী রাষ্ট্রে ও বহির্দেশে যেতে শুরু করবে।

ধূমপান কি হারাম?

ধূমপান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগে প্রচলিত ছিল না। ইসলাম এক সাধারণ বিধান প্রণয়ন করেছে; যাতে সকল প্রকার বস্তু যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর, পার্শ্ববতী লোকেদের জন্য কষ্টদায়ক অথবা ধনসম্পদের পক্ষে ক্ষতিকর হয় তাকে হারাম করেছে।

ধূমপান হারাম হওয়ার প্রমাণ নিম্নে প্রদত্ত হল।

১- আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾

"(নবী) তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহকে হালাল ও অপবিত্র বস্তুসমূহকে হারাম করেন।" *(সূরা আ'রাফ)*

(ধূমপান ক্ষতিকারক ও ঘৃণ্য দুর্গন্ধময় অপবিত্র জিনিস।)

২- তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

অর্থ, "আর তোমরা স্বহস্তে নিজেদেরকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিও না।" *(সূরা বাক্বারাহ ১৯৫ আয়াত)*

আর ধূমপান ক্যান্সার, ক্ষয়রোগ প্রভৃতি সর্বনাশী রোগের প্রতি ঠেলে দেয়।

৩- তিনি আরো বলেন,

﴿وَلَا تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ﴾

অর্থ, তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংস করে দিও না। *(সূরা নিসা ২৯ আয়াত)*

ধূমপান ধরি গতিতে প্রাণ হত্যা করে।

৪- আল্লাহ মদ্যপানের ক্ষতি সম্পর্কে ইরশাদ করেন,

﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾

অর্থাৎ, "এর পাপ এর উপকার হতে অধিক বড়। *(সূরা বাক্বারাহ ২১৯ আয়াত)*

(আর ধূমপানে উপকারের তুলনায় অপকারই বেশী হয়ে থাকে। বরং তার সম্পূর্ণটাই ক্ষতিকর।)

৫- আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا، إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا إِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنَ﴾

অর্থ, "তুমি অপচয় করো না। নিশ্চয় অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই। *(সূরা ইসরা ২৭ আয়াত)*

(ধূমপান করা মানেই হল ধন-সম্পদ অপচয় করা; যা শয়তানের কর্মের অন্তর্গত।)

এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা নিজেদের ক্ষতিসাধন করো না এবং অপরের ক্ষতির প্রচেষ্টা করো না।" *(সহীহ, আহমদ)*

ধূমপান এমন এক কাজ যাতে নিজের ক্ষতি হয় এবং পার্শ্ববর্তী লোকেদের কষ্টের কারণ হয়। আর তাতে ধন-সম্পদ বিনষ্ট হয়।

৭- প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম অন্যত্র বলেছেন,

"আল্লাহ তোমাদের জন্য মালধন নষ্ট করাকে অপছন্দ করেছেন।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

(ধূমপান ধনসম্পদ বিনষ্টকারী। সুতরাং আল্লাহ ধূমপায়ীকে ঘৃণা করেন।)

দাড়ি বাড়ানো ওয়াজেব

১- আল্লাহ তাআ'লা শয়তানের কর্মকান্ড প্রসঙ্গে বলেন,

﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾

অর্থ, "আর আমি তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্টির আকৃতি পরিবর্তন করতে নির্দেশ করব।" *(সূরা নিসা ১১৯ আয়াত)*

সুতরাং দাড়ি মুন্ডন করা হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন ঘটানো ও শয়তানের আনুগত্য করা।

২- বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "তোমরা গোঁফ কাট, দাড়ি লম্বা কর এবং মজুসী (অগ্নিপূজক)দের বিরোধিতা কর।

অর্থাৎ- ঠোঁট হতে লম্বা গোঁফগুলি খাট কর ও দাড়ি লম্বা করে বিধর্মীদের বিরোধিতা কর।

৩- অন্যত্র নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "দশটি জিনিস হচ্ছে মানুষের ফিতরতের (প্রকৃতির) অন্তর্গত। গোঁফ কাটা, দাড়ি লম্বা করা, দাঁতন করা, পানি দিয়ে নাক ঝেড়ে পরিষ্কার করা ও নখ কাটা-------।"

আর দাড়ি লম্বা করা আল্লাহর সৃষ্টির অন্তর্গত; যা মুন্ডন করা হারাম।

৪- আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সেই সমস্ত লোকেদের উপর অভিসম্পাত করেছেন যারা নারীদের বেশ ধারণ করে। *(বুখারী)*

আর দাড়ি মুন্ডন করা মেয়েদের সাদৃশ্য অবলম্বন করার অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হওয়ার বিশেষ কারণ।

৫- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আরো বলেন, "আমাকে আমার প্রভু দাড়ি বাড়ানোর ও গোঁফ ছোট করার আদেশ দিয়েছেন।" *(ইবনে জারীর)*

দাড়ি বাড়ানো আল্লাহ্‌ ও তদীয় রসূলের আদেশ। অতএব এ আদেশ মান্য করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজেব (আবশ্যক)।

মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার

যদি তুমি ইহকাল ও পরকালে সফলতা চাও তাহলে নিম্নের উপদেশগুলি বাস্তবায়ন কর।

১- তুমি মাতা-পিতাকে আদরের সহিত সম্বোধন করবে। তাদের জন্য উঃ শব্দটুকুও উচ্চারণ করবে না। ধমক দিবে না বরং তাদের সঙ্গে নম্রতার সহিত কথাবার্তা বলবে।

২-গুনাহ্ ব্যতীত সর্বক্ষেত্রে মাতা-পিতার আনুগত্য করবে। কারণ, আল্লাহর অবাধ্যতায় কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।

৩- তাঁদের প্রতি নম্রতা দেখাও। তাঁদের সামনে মুখবাঁকা করবে না। আর তাঁদেরকে ক্রোধের চোখে দেখবে না।

৪- মাতা-পিতার সুনাম, তাঁদের মর্যাদা ও ধন-সম্পদ রক্ষার প্রতি যত্নবান হবে। আর তাঁদের বিনা অনুমতিতে কোন বস্তু নিবে না।

৫- ঐ সমস্ত কাজ-কর্ম করবে; যাতে তাঁরা খুশী হন; যদিও তা তাঁদের বিনা আদেশে হয়। যেমন তাঁদের খিদমত করা, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করা ও শিক্ষা অর্জনে পরিশ্রম করা ইত্যাদি।

৬- তোমার প্রতিটি কর্মে তাঁদের পরামর্শা নিবে। আর বিশেষ কারণে তাঁদের কথার বিপরীত করতে হলে যথার্থ ওযর পেশ করবে।

৭- মাতা-পিতার ডাকে অবিলম্বে হাঁসি মুখ হয়ে 'জী, আব্বাজান ও আম্মাজান' শব্দ প্রয়োগ করে উত্তর দিবে। আর 'বাবা, ডেডি বা মাম্মি' শব্দ ব্যবহার করবে না। কারণ, এ শব্দগুলি হল বিদেশী; যা ব্যবহার করা সমীচীন নয়।

৮- মাতা-পিতার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদেরকে তাঁদের জীবিত অবস্থায় ও মৃত্যুর পরে যথাযথভাবে সম্মান করবে।

৯- মাতা-পিতার সহিত ঝগড়া-ঝাঁটি করবে না। তাঁদের ভুল ধরবে না বরং আদবের সহিত সঠিক বিষয়টা তাঁদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করবে।

১০- মাতাপিতার সহিত জিদ করবে না। তাঁদের কথার উপর জোরে কথা বলবে না। তাঁদের কথাবার্তা চুপ-চাপ শ্রবণ করবে ও আদবের সহিত কথাবার্তা বলবে। আর পিতা-মাতার সম্মানার্থে তোমার কোন ভাইকে উত্ত্যক্ত করবে না।

১১- যখন মাতা-পিতা তোমার নিকট প্রবেশ করবেন তখন তাঁদের জন্য উঠে দাঁড়াবে এবং তাঁদের মাথা চুম্বন করবে।

১২- গৃহস্থালি কাজে মাতার সহযোগিতা করবে তথা যে কোন বিষয়ে পিতার কর্মক্ষেত্রে তাঁকে সাহায্য করতে বিলম্ব করবে না।

১৩- যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা অনুমতি না দেন ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি সফর (ভ্রমণ) করবে না; যদিও তা গুরুত্বপূর্ণ হয়। তবে যদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সফর মনে কর তাহলে তাঁদেরকে যথাযথ ওযর দেখাবে। আর চিঠিপত্র দেওয়া অবশ্যই বন্ধ করবে না।

১৪- তাঁদের বিনা অনুমতিতে তাঁদের রুমে গমন করবে না। বিশেষ করে তাঁদের নিদ্রা ও বিশ্রামের সময়।

১৫- যদি তুমি ধূমপানে অভ্যস্ত হয়েই থাক তাহলে অন্ততঃ তাঁদের সম্মুখে ধূমপান করবে না। (বরং ধূমপান ত্যাগ করা ওয়াজেব।)

১৬- তাঁদের পানাহারের পূর্বে তুমি পানাহার করবে না; বরং খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তাঁদের প্রতি যত্নবান হবে।

১৭- মাতাপিতার উপরে মিথ্যা বলবে না। তাঁরা যদি তোমার অপছন্দনীয় কোন কাজ করে তাহলে তাঁদেরকে ভর্ৎসনা করবে না।

১৮- মাতাপিতার উপর তোমার স্ত্রী ও সন্তানদেরকে প্রাধান্য দিবে না। প্রত্যেক বিষয়ে তাঁদের সন্তুষ্টি অর্জন করবে। কারণ, মাতাপিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন। আর তাঁদের অসন্তুষ্টিতে তিনি অসন্তুষ্ট হন।

১৯- তাঁদের হতে কোন উচ্চ স্থানে বসবে না। আর গর্ব করে তাঁদের উপস্থিতিতে পদদ্বয়কে বিছিয়ে (লম্বা করে) বসবে না।

২০- পিতার নামের সহিত সম্পর্ক জুড়তে গিয়ে অহংকার প্রদর্শন করবে না যদিও তুমি উচ্চ পদস্থ চাকুরী জীবি হও। তাঁদের উপকার ও অনুগ্রহ অস্বীকার করা হতে বিরত থাকবে। আর তাঁদেরকে কোন প্রকারের কষ্ট দিবে না; যদিও তা একটা কথার দ্বারা হোক না কেন।

২১- তাঁদের প্রতি খরচ করতে কোন প্রকার কৃপণতা করবে না; যাতে তাঁরা তোমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করতে অবকাশ না পান। নচেৎ তা হবে তোমার জন্য বড় অপমানকর বিষয়। ভবিষ্যতে এর অনুরূপ প্রতিফল তুমি তোমার সন্তানদের কাছ হতে পেয়ে থাকবে। কথায় বলে, 'যেমন কর্ম তেমনি ফল।'

২২- মাতা-পিতার সঙ্গে বার বার দেখা সাক্ষাৎ করবে। তাদের জন্য উপহার ও তোহফা পেশ করবে। তাঁরা তোমার লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষায় যে কষ্ট সহ্য করেছেন তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। তুমি তোমার সন্তানদের লালন-পালনে যে দুঃখ কষ্ট পাচ্ছ তাহতে উপদেশ গ্রহণ কর।

২৩- সমস্ত মানুষ হতে অধিক সম্মান ও আদবের অধিকারী

হলেন তোমার আম্মাজান তারপর আব্বাজান। আর এ কথা জেনে রেখো যে, মাতার পদপ্রান্তেই জান্নাত নিহিত রয়েছে।

২৪- মাতাপিতার অবাধ্যতা ও অসন্তুষ্টি হতে বাঁচ। নচেৎ ইহকাল ও পরকালে দুর্ভাগা হবে। আর যেমন ব্যবহার তুমি তোমার মাতাপিতার সহিত করবে, ঠিক তেমনি ব্যবহার নিজ সন্তানদের নিকট হতে পাবে।

২৫- তাঁদের নিকট হতে কিছু চাইলে নম্রতার সাথে চাইবে। যদি দেন তাহলে তাঁদের শুকরিয়া আদায় করবে। আর যদি না দেন তাহলে তাঁদের কোন দোষ দেবে না। বেশী বেশী চেয়ে তাঁদেরকে বিরক্ত করবে না।

২৬- যখন তুমি রুজি উপার্জনের উপযুক্ত হয়ে যাবে তখন বৈধ রুজির সন্ধানে কাজকর্ম শুরু করে দিবে ও মাতা-পিতার যথাযথ সাহায্য করবে।

২৭- তোমার উপর মাতাপিতার হক রয়েছে এবং স্ত্রীরও হক রয়েছে। তাই প্রত্যেকের হক ন্যায্য ও পূর্ণভাবে আদায় করবে। তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে তা সুষ্ঠুভাবে মীমাংসার প্রচেষ্টা করবে। আর মাঝে মধ্যে উভয় পক্ষকে গোপনীয়ভাবে উপহার দিতে থাকবে।

২৮- তোমার মাতাপিতা যদি তোমার স্ত্রীর সহিত ঝগড়া বা মনোমালিন্য করে থাকেন তাহলে বড় কৌশলের সাথে স্ত্রীকে বুঝাবার প্রচেষ্টা করবে যে, তুমি তার পক্ষেই আছ যদি সে ন্যায় পথে থাকে ও নির্দোষ হয়। আর তুমি তাঁদেরকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য (প্রতিবাদ না করতে) নিরুপায় ও বাধ্য।

২৯- যদি তোমার বিবাহ ও তালাকের ব্যাপারে তাদের সঙ্গে তোমার মতানৈক্য দেখা দেয় তাহলে শরয়ী বিধানের নিকট তুমি

তোমার বিচারভার অর্পণ করবে। যেহেতু শরীয়তই হচ্ছে তোমার জন্য শ্রেষ্ঠ সহায়ক।

৩০- মাতা-পিতার ভাল ও মন্দ সকল প্রকার দুয়া আল্লাহর নিকট কবুল হয়ে থাকে। সুতরাং তাঁদের অভিশাপ (বদ্দুআ) থেকে বাঁচবে।

৩১- জনসাধারণের সহিত আদবপূর্ণ ব্যবহার করবে। কারণ, যে লোককে গালি-মন্দ করে, লোকেরাও তাকে গালি মন্দ করে থাকে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এ প্রসঙ্গে বলেন, "কোন ব্যক্তির স্বীয় মাতাপিতাকে গালি দেওয়া কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। কোন ব্যক্তি অন্য কারো পিতাকে গালমন্দ করে তখন সে যেন তার পিতাকেই গালমন্দ দেয় এবং যখন কারো মাতাকে গাল-ভর্ৎসনা করে তখন সেও যেন তার নিজ মাতাকেই গালি-গালাজ করে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

৩২- জীবিতাবস্থায় মাতা-পিতার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করবে এবং মৃত্যুর পরেও তাঁদের কবর যিয়ারত করতে থাকবে। তাঁদের নামে সদকা-খায়রাত করবে এবং তাঁদের জন্য আল্লাহর নিকট অধিকভাবে এই দুআ (প্রার্থনা) করতে থাকবে।

رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ. رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْراً.

উচ্চারণ ঃ- রাব্বিগ ফিরলী অলিওয়া-লিদাইয়া, রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়্যা-নী সাগীরা।

অর্থাৎ ঃ- হে আমার প্রভু! আমাকে ও আমার মাতাপিতাকে ক্ষমা কর। হে আমার প্রতিপালক! আমার মাতাপিতার উপর রহম (করুণা) কর। যেমন তাঁরা আমাকে শিশুবেলায় লালন-পালন করেছিলেন।

***** সমাপ্ত *****

ভাই মুসলিম!

নির্মল সত্যের আলো পেতে হলে সে পথে আমাদেরকে যথাসাধ্য প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে। অবশ্য সে পথ তার জন্য বড় সহজ, যার জন্য আল্লাহ তা সহজ করে দেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, 'আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি, যদি তা তোমরা শক্তভাবে ধারণ করে থাক তবে কোনদিন পথহারা ও দিশাহারা হবে না; আর সে জিনিস হল আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ (হাদীস)---।'

সুতরাং প্রিয় ভাই! আপনি সদা যত্নবান ও আগ্রহী হন, যাতে আপনার সকল ইবাদত ও আনুগত্য ঠিক আল্লাহর শরীয়ত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সুন্নাহ এবং সাহাবা তথা কিয়ামত অবধি তাঁদের অনুসারীবর্গের তরীকার অনুবর্তী হয়। আর আমরা -ইন শা-আল্লাহ- আপনাকে সেই আলোর পথে পৌঁছতে সহযোগিতা করব। একাজে আমাদের উপকরণ হল বই-পুস্তক, ক্যাসেট এবং দাওয়াত ও তবলীগের কাজে নিযুক্ত উলামাবৃন্দ। অতএব হক ও আলোর সন্ধানে উক্ত উপকরণসমূহের কিছু প্রয়োজন মনে করে আমাদের সহিত যোগাযোগ করলে আমরা আমাদের সাধ্যমত আপনার ইচ্ছা পূরণ করতে যত্নবান হব ইন শা-আল্লাহ।

CO-OPERATIVE OFFICE FOR CALL &
FOREIGNER·S GUIDANCE AT AL-MAJMA-AH
P.O. BOX • 102. AL-MAJMA-AH-11952,
KINGDOM OF SAUDI ARABIA.
TEL 06 432 3949 FAX 06 431 1996

عناوين المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد بالمملكة

شعبة الجاليات (وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد)
تليفون ٤١١٦٩٢٦ / ٠١ الرياض ١١١٣١

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالبديعة
تليفون ٤٣٣٠٨٨٨ / ٤٣٣٠٤٧٠ / ٠١
فاكس ٤٣٠١١٢٢ / ٠١
ص.ب ٢٤٩٣٢ الرياض ١١٤٥٦

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالبطحاء
تليفون ٤٠٣١٥٨٧ / ٤٠٣٠١٤٢ / ٠١
فاكس ٤٠٥٩٣٨٧ / ٠١
ص.ب ٢٠٨٢٤ الرياض ١١٤٦٥

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بأم الحمام
تليفون ٤٨٢٦٤٦٦ / ٠١ فاكس ٤٨٢٧٤٨٩ / ٠١
ص.ب ٣١٠٢١ الرياض ١١٤٩٧

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالشفاء
تليفون ٤٢٢٢٦٢٦ / ٠١
ص.ب ٣١٧١٧ الرياض ١١٤١٨

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالدرعية
تليفون ٤٨٦٠٦٠٦ / ٠١ فاكس ٤٨٦٠٢٨٤ / ٠١
ص.ب ٧٠٠٣٢ الرياض ١١٥٦٧

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالخرج
تليفون ٥٤٤٠٦٦٢ / ٠١ فاكس ٥٤٤٠٩٨٣ / ٠١
ص.ب ١٦٨ الخرج ١١٩٤٢

شعبة الجاليات بالدمام
تليفون ٨٢٧٢٧٧٢ / ٨٢٦٣٥٣٥ / ٠١
فاكس ٨٢٧٤٧٠٠ الدمام ٣١١٣١

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالقويعية
تليفون ٦٥٢٠٥٣٤ / ٠١ ص.ب ٦١

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالمجمعة
ت/ ٤٣٢٣٩٤٩/٠٦، فاكس ٤٣١١٩٩٦/٠٦
ص.ب ١٠٢ المجمعة ١١٩٥٢

شعبة توعية الجاليات بالزلفي
تليفون ٤٢٢٥٦٥٧ / ٠٦ فاكس ٤٢٢٤٢٣٤ / ٠٦
ص.ب ١٨٢ الزلفي ١١٩٣٢

مكتب توعية الجاليات بعنيزة
تليفون ٣٦٤٤٥٠٦ / ٠٦ ص.ب ٨٠٨

مكتب توعية الجاليات ببريدة
تليفون ٣٢٤٨٩٨٠ / ٠٦
فاكس ٣٢٤٥٤١٤ / ٠٦ ص.ب ١٤٢

مكتب دعوة وتوعية الجاليات بالرس
تليفون ٣٣٣٣٨٧٠ / ٠٦ ص.ب ٦٥٦

مكتب توعية الجاليات بالبكرية
تليفون ٣٣٥٩٢٦٦ / ٠٦ ص.ب ٢٩٢

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بشقرا
تليفون ٦٢٢٢٠٦١/٠١
ص.ب ٢٤٧ شقراء ١١٦٩١

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالأحساء
تليفون ٥٨٦٦٦٧٢ / ٠٣ فاكس ٥٨٧٤٦٦٤
ص.ب ٢٠٢٢ الأحساء ٣١٩٨٢

مكتب توعية الجاليات بالخبر
تليفون ٨٩٨٧٤٤٤ / ٠٣ ص.ب ٣١١٣١ الدمام

المكتب التعاوني لدعوة الجاليات حي مشرفة - جدة
تليفون ٦٧٣١٧٥٤ / ٦٧٣٠٤٣١ / ٠٢
فاكس ٦٧٣١١٤٧ / ٠٢ ص.ب ١٥٧٩٨ جدة ٢١٤٥٤

مكتب توعية الجاليات بحائل
تليفون ٥٣٣٤٧٤٨ / ٠٦
فاكس ٥٤٣٢٢١١ / ٠٦ ص.ب ٢٨٤٣

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالدلم
تليفون ٥٤١٠٠٢٩ / ٠١ ص.ب ١١٩ الدلم ١١٩٩٢

مكتب توعية الجاليات بالطائف
تليفون ٧٣٦٠٨٢٢ / ٠٢ ص.ب ٨١٥